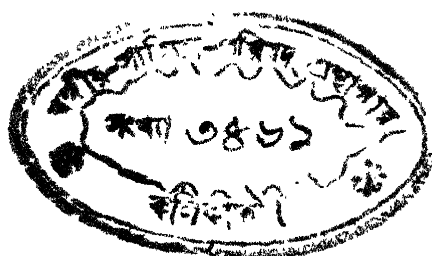

সংখ্যা ৩৪৬২

সূত্রধর তত্ত্ব।

পরিশিষ্ট

ও

সারসংগ্রহ।

শ্রীবিহারীলাল রায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা;

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশনপ্রেসে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্রসরকারদ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ শাল

প্রাপ্তিস্থান
৬৮।১ নং শ্রীগোপালমল্লিক লেন
কলিকাতা।

মূল্য ৵০ আনা।

ভূমিকা।

প্রায় চারিবৎসর হইল, চাঁপাতলানিবাসী আমার পরমস্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ দাস বি, এ, এল্ এম্ এস আমাকে আমাদিগের জাতিতত্ত্বসম্বন্ধে একখানী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। আমি তদনুসারে নানাগ্রন্থ হইতে প্রমাণসংগ্রহপূর্ব্বক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান "সূত্রধরতত্ত্ব" গ্রন্থখানীর দেহপ্রতিষ্ঠা ও উহা প্রকাশিত করি। এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রগ্রন্থের প্রতি সাধারণের যে এত অনুরাগ হইবে আমি তাহা আশাও করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী সজাতীয় ভ্রাতৃগণের এই গ্রন্থের প্রতি অত্যধিক প্রীতিপ্রদর্শন ও এই গ্রন্থপ্রচারের পর তাঁহারা স্বজাতীয় উন্নতিসাধনকল্পে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে সভাসমিতির সংস্থাপন করাতে আমি আরও উৎসাহিত হইয়া এই পরিশিষ্ট খণ্ডের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। মূলগ্রন্থে যে সকল বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। এইক্ষণে সজাতীয় ভ্রাতৃগণ ও সাধারণ জনমণ্ডলী ইহার প্রতি সবিশেষ কৃপাপ্রদর্শন করিলেই আমি আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

ইতিপূর্ব্বে কি সজাতীয় কি অন্যজাতীয় কোন ব্যক্তিই আমাদের সূত্রধরজাতিসম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান বা কোন গ্রন্থপ্রণয়ন করেন নাই। যাহা কিছু চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহাও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের চর্ব্বিত চর্ব্বন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধানবিষয়ে কেহই কোন চেষ্টা করেন নাই। আমি কেবলমাত্র আপন জাতির প্রকৃততত্ত্ব

নির্ণয়নজন্যই ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থপাঠে সজাতীয়গণের সামান্য প্রীতি জন্মিলেও আমি তৃপ্তি অনুভব করিব। আমিই আমাদের জাতিসম্বন্ধে এই প্রথম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সুতরাং আমার এ প্রথমোদ্যমে যে কোন ভ্রমপ্রমাদ থাকিবে না, আমি এরূপ দুরাশা করিতে পারি না। আমি যে এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। পাঠাকগণ কোন দোষদর্শন করিলে ক্ষমা করিবেন এবং তাহা আমাকে জানাইলে অতীব উপকৃত হইব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, পাইকপাড়া নিবাসী আমার পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল রায় মহাশয় ও চাঁপাতলানিবাসী আমার পরমস্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাস সংবাদপত্রে আলোচনা, পণ্ডিতগণের মতগ্রহণ, মধ্যে মধ্যে আমাকে উৎসাহপ্রদান এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমাকে সাহায্য দান করিয়াছেন, আমি তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট নিতান্তই ঋণী থাকিলাম। প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ থাকাতে অপর এক মহাত্মার নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না, তাহাতে মনে অতি ক্ষোভ থাকিল।

কলিকাতা
৬৮।১ শ্রীগোপালমল্লিকলেন,
আশ্বিন, ১৩১৬ শাল।



প্রকাশক,
শ্রীবিহারীলাল রায়।


সংখ্যা ৩৪৬১

সূত্রধর-তত্ত্ব।

পরিশিষ্ট।

মূল গ্রন্থে চাতুর্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠাবিষয়ে যে সকল অবান্তর বিষয় বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, আমরা পরিশিষ্টে সেই সকল বিষয়ের অবতারণা করিব। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের ১২ শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে বিরাট্ পুরুষ বা আদি মানবের মুখই যেন ব্রাহ্মণ, বাহুই যেন ক্ষত্রিয় উরুই যেন বৈশ্য ও পদই যেন শূদ্র। কেন এরূপ বলা হইল? ৭ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সাধ্য দেবগণ সেই আদি মানব বিরাট্‌কে পশু কল্পনা করিয়া যেন যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে যেন বিরাট্ পশুরূপে ব্যাপাদিত হইয়াছিলেন। তাই একাদশ মন্ত্রে প্রশ্ন হইয়াছিল—

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য? কৌ বাহূ? কৌ উরূ? পাদৌ উচ্যেতে? ॥

১১—৯০ সূ—১০ম

যখন যজ্ঞে বিরাট্ পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হয়, তখন তাঁহাকে কত খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছিল? ইঁহার মুখ কি হইল? বাহুদ্বয় কি হইল? উরুদ্বয় কি হইল? পদদ্বয়ই বা কি বলিয়া উক্ত হইয়াছিল?

ফলতঃ আদি মানব বিরাটের সন্তানসন্ততিগণই গুণ ও কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ উত্তম ; তাই তাঁহাদিগকে বিরাটের উত্তমাঙ্গ মুখের সহিত উপমিত করা হয়। মানুষ বাহুদ্বয়ে আত্মরক্ষা করে, সমাজে ক্ষত্রিয়েরাও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন ; তাই বাহুদ্বয়ের সহিত ক্ষত্রিয়ের সাম্য বিঘোষিত হয়। আর যে প্রকার মানুষ উরুর উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ সমাজও কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যাদিকারী বৈশ্যজাতির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তজ্জন্য উরুর সহিত বৈশ্যগণ তুলিত হইয়াছিলেন। এবং যে প্রকার দেহের মধ্যে পদদ্বয় অধম, তদ্রূপ শূদ্রগণও সমাজে নিম্ন স্থানে ছিলেন, তজ্জন্য শূদ্রগণকে বিরাটের পদদ্বয় বলিয়া বিবৃত করা হইয়াছিল। ফলতঃ মানুষ সকলই এক, কেহই কোন কালে বর্ণ বা জাতি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন না। ত্রেতাযুগের কোন এক সময়ে সামাজিকগণ নিজে আপনাদিগকে গুণ ও কর্ম্মের ভেদানুসারে বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত করেন।

তবে কি শূদ্রগণও আর্য্যসন্তান? না শূদ্রমাত্রই আর্য্যসন্তান নহেন, আবার শূদ্রমাত্রই অনার্য্যসন্তান বলিয়া কথিত হইতে পারেন না। ভারতাগত দেবগণ, ভারতে আগমনপূর্ব্বক আপনাদিগকে আর্য্য বা প্রভু (Lord) ও ভারতের শোচনীয় দশাসম্পন্ন কৃষ্ণত্বচ্ আদিমনিবাসিগণকে শূদ্রনামে পরিচিত করেন। ইঁহারা অনার্য্য শূদ্র। এদেশের কোল, ভীল, সাঁওতাল, হাজঙ্গ ও গারপ্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৎপর যখন ত্রেতাযুগে এদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা হয়, তখন কতকগুলি নির্গুণ আর্য্যসন্তানও শূদ্রশ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিলেন, উঁহারাই আর্য্য-শূদ্র। এই উভয় প্রকার শূদ্রই এদেশে চতুর্থ বর্ণের স্থান অধিকার করেন এবং উঁহারাই ব্রাহ্মণাদি

বর্ণত্রিতয়ের সেবক বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এই উভয় প্রকার শূদ্রে প্রভেদ অনেক। বায়ু পুরাণ বলিতেছেন—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া শ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রা স্তথৈবচ।

এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥ ৪-৩০ অ উত্তর খণ্ড।

হে দ্বিজগণ! গৃৎসমদ ঋষি, যিনি না ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য ও না শূদ্র, তাঁহার পুত্রের নাম মহর্ষি শুনক। শুনকের চারি পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিতে গৃহীত হয়েন। এবং ঐ চারি পুত্র হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও আর্য্য শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। হরিবংশ বলিতেছেন—

বেণুহোত্রসুত শ্চাপি ভর্গোনাম প্রজেশ্বরঃ

বৎসস্য বৎসভূমিস্তু, ভৃগুভূমিস্তু ভার্গবাৎ॥ ৮২

এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ জাতা বংশেঽথ ভার্গবে।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা স্তয়োঃ পুত্রাঃ সহস্রশঃ॥ ৮৩-২৯ অ

বেণুহোত্রের পুত্রের নাম ভর্গ, তিনি রাজা ছিলেন। বৎসের পুত্র বৎসভূমি ও ভার্গবের পুত্র ভৃগুভূমি। ইঁহারা সকলেই আদি অঙ্গিরা ঋষির বংশপ্রভব। এই বৎসভূমি ও ভৃগুভূমির সন্তানগণ হইতে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উৎপন্ন হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন যে—

পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্ব মগমৎ। ১৩

করূষাৎ কারূষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ। ১৪

নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতা মগমৎ। ১৫-১ অ। ৪ অংশ

রাজা পৃষধ্র, গুরুর গো বধ করিয়াছিলেন বলিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মহর্ষি করূষের পুত্রগণ কারূষনামক ক্ষত্রিয়গণের আদিবীজ। নেদিষ্ট পুত্র নাভাগ কর্ম্ম দ্বারা বৈশ্যত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ফলতঃ যেমন গুণ ও কর্ম্মভেদে একই মানুষ বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হয়েন, তদ্রূপ গুণরাহিত্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ও গুণাধিক্যে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন। সমদর্শী ঋষিরা এরূপ ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছিলেন। মনু বলিয়াছেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াৎ জাত মেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাৎ তথৈবচ ॥ ৬৫-১০অ

অর্থাৎ গুণ থাকিলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন, আর যদি গুণ না থাকে তাহা হইলে ব্রাহ্মণসন্তানও শূদ্র হইয়া যাইবেন, বাপ ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ থাকিতে পারিবেন না। ঐরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানগণেরও গুণ বা দোষে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটিবে। পরাশর বলিয়াছেন—

শূদ্রোপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ গুণবান্ ও চরিত্রবান্ শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইবেন, আর ক্রিয়াহীন ও দুশ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণকেও শূদ্রাধম হইয়া যাইতে হইবে। শৈব পুরাণ বলিতেছেন—

এতৈশ্চ কর্ম্মভি র্দেবি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
শূদ্রশ্চ বিপ্রতা মেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈব শূদ্রতাম্ ॥

হে দেবি! এই সকল মিথ্যা, চৌর্য্য, ক্রোধ ও হিংসাদি দোষ হইলে ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া শূদ্র হইয়া যাইবেন। আর যদি শূদ্র সদ্গুণান্বিত ও সাধুশীল হন, তবে তিনিও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। বৃহদ্ধর্ম্ম উপপুরাণও বলিয়া গিয়াছেন—

শৌদ্রান্ কর্ম্মান্ অশেষেণ কুর্ব্বন্ শূদ্রো যথাবিধি।
বৈশ্যত্ব মেতি বৈশ্যশ্চ ক্ষাত্রিয়ত্বং স্বকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৫

বিপ্রত্বং ক্ষত্রিয়ঃ সম্যক্ নিজধর্ম্মপরো যদি।
বিপ্রশ্চ মুক্তিলাভেন পূজ্যতে সৎক্রিয়াপরঃ॥ ১৬৩ অ উত্তর খণ্ড।

অর্থাৎ যদি শূদ্র যথাবিধি নিজবর্ণের ধর্ম্মাচরণ করেন, তবে তিনি বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন। আর বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ও যদি স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করেন, তবে তাঁহারাও যথাক্রমে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণ্যলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণ সৎক্রিয়ান্বিত হইলে তিনি মুক্তি লাভের অধিকারী হইবেন। মনু বলিয়া গিয়াছেন—

পৃথুস্তু বিনয়াৎ রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ॥ ৪২।৭ অ

বিনয় থাকাতে বেণতনয় পৃথু ও বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুবেরও কেবল বিনয়গুণে দেবগণের মধ্যে ধনাধ্যক্ষত্ব লাভ করেন। এবং উক্ত বিনয়গুণেই গাধিপুত্র মহারাজ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হয়েন। বায়ু পুরাণও বলিতেছেন—

কিং লক্ষণেন ধর্ম্মেণ তপসেহ শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তং বিশ্বামিত্রাদিভি র্নৃপৈঃ॥ ১০৮
যেন যেনাভিধানেন ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়া গতাঃ।
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তপসা দানতোঽথবা॥ ১০৯
শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধাঃ ক্ষাত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তাঃ কেবলং গুণসম্পদা॥ ১১১
বিশ্বামিত্রো নরপতি র্মান্ধাতা সঙ্কৃতিঃ কপিঃ।
কপেশ্চ পুত্রঃ কুৎসশ্চ সত্যশ্চানুহবান্ ঋভুঃ॥ ১১২
আর্ষ্টিষেণোঽজমীঢ়শ্চ ভগোঽন্যেচ তথৈবচ।
কক্ষীবান্ চৈব শিজয় স্তথান্যেচ মহারথাঃ॥ ১১৩

রথীতরশ্চ রুন্দশ্চ বিষ্ণুবৃদ্ধাদয়ো নৃপাঃ।
ক্ষাত্রোপেতাঃ স্মৃতাহ্যেতে তপসা ঋষিতাং গতাঃ॥ ১১৪
২৯অ—উত্তর খণ্ড।

বিশ্বামিত্রপ্রভৃতি রাজগণ কোন্ কোন্ গুণে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, কোন্ লক্ষণ কোন্ ধর্ম্ম কি তপস্যা কি শ্রৌতজ্ঞান তাঁহাদিগের এই ব্রাহ্মণ্যলাভের নিদান? আমি তাহাজানিতে ইচ্ছা করি। এই ক্ষত্রিয়গণ কি কেবল তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, না একমাত্র দানই তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্যলাভের নিদান? আমি শুনিয়াছি কেবল একমাত্র গুণসম্পদ্বলেই বহু ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কপি, কপিতনয় কুৎস সত্য, অনুহবান্, ঋভু, আর্ষ্টিষেণ, অজমীঢ়, ভগ ও অন্যান্য রাজগণ এবং কক্ষীবান্, শিজয়, রথীতর, রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ এবং অন্যান্য আরও মহারথ ও নৃপগণও নাকি কেবল তপস্যামাহাত্ম্যেই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভবিষ্য পুরাণও বলিয়া গিয়াছেন—

বিশ্বামিত্রস্তু রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণত্বজিগীষয়া।
তপশ্চচার বিপুলং সন্তাপায় দিবৌকসাং॥ ৫০
ততো দেবো দদৌ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
ইহৈব তেন দেহেন ব্রাহ্মণত্বং সুদুর্লভম্॥ ৫২
তিথীনাং প্রবরাহ্যেবা তিথীনাং প্রবরা তিথিঃ।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রৌ বা ব্রাহ্মণত্ব মবাপ্নুয়ুঃ॥ ৫৩
হৈহয়ৈ স্তালজঙ্ঘৈশ্চ তুরুষ্কৈর্যবনৈঃ শকৈঃ।
উপোষিত মিহাত্রৈব ব্রাহ্মণত্ব মভীপ্সুভিঃ॥ ৫৫
১৬ অ—ব্রাহ্ম পর্ব্ব।

হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণ্যলাভের জন্য রাজা বিশ্বামিত্র ঘোর তপস্যা করেন। তাহাতেই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই একটা মাহেন্দ্রক্ষণ বিশেষ ছিল, উহাই একটা মহাপুণ্য তিথিবিশেষ ছিল? যে সময়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ গুণমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতেন। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হৈহয়, তালজঙ্ঘ, ও তুরুষ্ক যবনগণ এবং সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় শকগণ ব্রাহ্মণ্য লাভের আশায় বহু উপবাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদশ্চ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥ ২২
মৃগীজোঽথর্ষ্যশৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য মুচ্যতে॥ ২৩
মাণ্ডব্যমুনিরাজস্তু মণ্ডূকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে পূর্ব্ববৎ দ্বিজাঃ॥ ২৪

৪২ অ—ব্রাহ্ম পর্ব্ব।

ভারতভূষা মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মাতা ধীবরী; জগদ্বরেণ্য মহর্ষি পরাশরের মাতা কুক্কুরমাংসাদ শ্বপাককন্যা; মহাত্মা শুকদেব বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মহামতি কণাদ, মহাসংযতাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ, সূর্য্যকুল কুলগুরু মহাত্মা বশিষ্ঠ, মুনিবর্য্য মন্দপাল ও মাণ্ডব্য ইঁহারা শুকী, উলুকী, মৃগী (ইঁহারা শূদ্রকন্যা), স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশী, পাটনী, কন্যা ও মণ্ডূকীনাম্নী শূদ্রকন্যাগর্ভপ্রভব। ইঁহারা এবং আর বহু হীনমাতৃক ব্রাহ্মণসন্তান গুণমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। হরিবংশ বলিতেছেন;—

নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। ৯—১১অঃ।

বৈশ্য নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র গুণবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন।

যে কক্ষীবান্ বেদের বহু মন্ত্রের প্রণেতা, যাঁহার কন্যা ঘোষাও বহু বেদ-মন্ত্রের রচয়িত্রী, সেই কক্ষীবানের মাতা বলিরাজমহিষী সুদেষ্ণার দাসী উশিজ। তাঁহারা উভয় ভ্রাতাও কেবল গুণমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। এবং তাঁহার বংশে সহস্র সহস্র ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকুলের পুষ্টিসংবর্দ্ধন করিয়াছেন। যথা—

কক্ষীবচ্চক্ষুষৌ তস্যাং শূদ্রযোন্যা মৃষিবর্শী।
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা পুত্রা বেতৌ মহৌজসৌ ॥৭০
ততঃ কালেন মহতা তপসা ভাবিতঃ স বৈ।
বিধূয় মনসো দোষান্ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তবান্ প্রভুঃ ॥৯৪
ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য কক্ষীবান্ সহস্র মসৃজৎ সুতান্ ॥৯৬—

৩৭ অ উত্তর খণ্ড বায়ু পুরাণ।

মহারাজ বলি অপুত্রক ছিলেন (দৈত্য বলি নহেন), তিনি সন্তানোৎপাদনের জন্য মহর্ষি দীর্ঘতমাকে নিযোজিত করেন। ঋষি অন্ধ ছিলেন, তজ্জন্য মহিষী সুদেষ্ণা দাসী উশিজ্‌কে পাঠাইয়া দেন, তদ্‌গর্ভে কক্ষীবান্ ও চক্ষুঃ দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। পরে সুদেষ্ণার গর্ভে বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র, এই পাঁচ পুত্র হয়। এবং ইহারা রাজমহিষীর গর্ভপ্রভব বলিয়া রাজ্যলাভ করেন, সেই সকল রাজ্যই সম্প্রতি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম (রাঢ়) ও পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) নামে প্রসিদ্ধ। কক্ষীবান্ দাসীর সন্তান বলিয়া মনে মনে বড় খিন্ন ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণ্য ও ঋষিত্ব লাভ করিয়া আত্মাতে প্রসাদ অনুভব করেন। তাঁহার সহস্র সহস্র বংশধরগণও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

ফলতঃ তৎকালে ব্রাহ্মণেরা প্রকৃতই দেবতা ছিলেন। তাঁহারা যে ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা একালের মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মগণের মধ্যেও বিরল। ভূতপূর্ব্ব হিন্দুসন্তান মুসলমান ও খৃষ্টা-

নেরা সেই পৈতৃক ঔদার্য্যের বহু অংশ লইয়া গিয়াছেন ও এখনও উহার অনেকটা বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। আর পক্ষান্তরে হিন্দুরা ভীষণ কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার দাস হইয়া অপ্রকৃত আভিজাত্য গৌরবে বক্ষ স্ফীত করিয়া বেড়াইতেছেন। একালে ব্যাস ও সত্যকামকর্ণাদির জন্ম হইলে তাঁহাদিগের দশা কি ঘটিত? সেকালের ব্রাহ্মণেরা জগদ্গুরু ছিলেন, জ্ঞানগরীয়ান্ ছিলেন দেবসন্তান দেবতা ছিলেন, তাই আজি আমরা ভারতভূষা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পবিত্র নাম লইয়া তরিয়া যাইতেছি।

সূত্রধরগণের জীবিকা।

ইঁহাদিগের জীবিকা কাষ্ঠতক্ষণ ও কাষ্ঠময় দ্রব্যাদির গঠন ও অন্যান্য পবিত্র কার্য্য। ইহার বিশেষ বিরণ সারসংগ্রহপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

তবে যে যে কার্য্য করিলে লোকের পাতিত্য ও অন্ত্যজত্ব (যেমন ভৃত্যের কার্য্য) ঘটিয়া থাকে, সূত্রধরগণ তদ্রূপ কোন হেয় কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন না।

উচ্চপদ ও শিক্ষা।

এই জাতির মধ্যে যাঁহারা সরকারী বা বেসরকারী কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, তাঁহাদিগের নামাবলী সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। যিনি সর্ব্বাদৌ স্বজাতীয় বৃত্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক রাজসরকারে উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম নিতিচাঁদ দাস। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও ব্রাহ্মণভক্ত লোক ছিলেন। কোন ব্রাহ্মণকে ঋণ-মুক্ত করিয়া ইনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার নিবাস চাঁপাতলা। চাঁপাতলা বাজারের পশ্চিমদিকে নিতিবাবুর লেননামে যে একটী গলি আছে, উহা উক্ত নিতিচাঁদদাসেরই নামে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার

দুই পুত্র রামনিধি ও রামরতন। রামনিধি ট্রেজারির একাউণ্টেণ্ট ছিলেন। তিনি আপন আয়ের অধিকাংশই দীনদরিদ্রগণকে দান করিতেন। তিনি "তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গ" নামক একখানী গ্রন্থের প্রণয়ন, কর্ত্তা। রামরতনও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সংসারের কোন কার্য্যেই লিপ্ত থাকিতেন না। ইঁহারা উভয়েই অপুত্রক ছিলেন। চাঁপাতলানিবাসী ৺জয়নারায়ণচন্দ্র ইঁহাদের ভাগিনেয়। জয়নারায়ণ বাবুর নামেও একটী গলি পরিচিত।

৺ধর্ম্মদাসচন্দ্র। ইনি তদানীন্তন ছোট লাট বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন। ১২নং কলেজ স্কোয়ার গৃহ ইঁহার আবাসস্থান। ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ উকিল, কনিষ্ঠ উপেন্দ্রনাথ আবকারীর একজন প্রধান কর্ম্মচারী। ব্রজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয় পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ডাক্তারি শিক্ষার জন্য এইক্ষণে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন।

৺রাধামাধব দে—ইনি হেয়ার সাহেবের স্কুলের গণিতের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তৎকালে সূত্রধর জাতিতে ইঁহার মতন উচ্চ শিক্ষিত লোক আর কেহই ছিলেন না। ইঁহার চারি পুত্র, প্রথম ৺ হীরালাল ইনি P. W D Accountant. দ্বিতীয় ৺ মতিলাল ইনি Executive Engineer, তৃতীয় কেদারনাথ—ইনি P. W. D. Accountant চতুর্থ বীরচাঁদ. ইনি একজন M B. ডাক্তার। মতিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথলাল Birk Myre Brothers সওদাগর আপিশের মুচ্ছুদ্দি। মধ্যম মাণিকলাল L. M, S. ডাক্তার, তিনি রেঙ্গুনে প্রাক্‌টিশ করিতেছেন। অন্যান্য পুত্রগণও সুশিক্ষিত এবং তাঁহারা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

৺ রামচন্দ্রশীল। ইনি হাইকোর্টের Legal remembraneer এর

সেরেস্তাদার ছিলেন। ইহার তিন পুত্র। প্রথম দেবেন্দ্রনাথ শীল। দ্বিতীয় যোগেন্দ্রনাথ শীল (উকিল) এবং তৃতীয় সুরেন্দ্রনাথ শীল। যোগেন্দ্রনাথ শীলের পুত্র সৌরেন্দ্রনাথ শীল (উকিল)।

৺ জয়নারায়ণচন্দ্র ইনি উকিল সা, সাহেবের মুচ্ছুদ্দি। ইনি অত্যন্ত অমায়িক ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। ইহার দুই পুত্র প্যারীমোহন ও ক্ষেত্রমোহন। উভয়েই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। ইহাদের বিষয় স্থানন্তরে বিবৃত আছে।

৺ সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র ও ৺ বনমালীদাস সদাগর Willis Earl; বনমালী দাসের পুত্র ৺ অদ্বৈতচরণ দাস (Scallon &. co) ৺ রাজচন্দ্রপাল ও হরিচরণ দাস (Camil Lamroux) ও ননীলাল দাস (Petrocochino) Bros:) আফিসের বুককিপার ছিলেন। ৺ ঈশানচন্দ্র দাস (Ralli Bros) আফিসের একজন প্রধানতম কর্ম্মচারী। ইহার দুই পুত্র প্রথম নারায়ণচন্দ্র। দ্বিতীয় অটলবিহারী। নারায়ণচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র হরেন্দ্রনাথ দাস বি এ L. M. S. ডাক্তার।

পল্লীগ্রামাঞ্চলে এই জাতীয় কতকগুলি লোক মৃন্ময় প্রতিমাগঠন ও অঙ্কন, কতকগুলি লোক পাষাণময় ও কাষ্ঠময় দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠন ও অঙ্গসংস্কার এবং কৃষিকার্য্যাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই ইহাদের বৃত্তি যে কতদূর উচ্চতর ও নির্দ্দোষ তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ব্রাহ্মণেতর অপর কোন জাতির যে অধিকার নাই, ইহাদের তাহাতে অধিকার, সুতরাং ইহারা কি করিয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে না পারেন।

কলিকাতার অনেক ব্রাহ্মণাদির বাটিতে কাহার চাকর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায় বাটির সমুদায় কার্য্যই করিয়া থাকে। বেহারার কাজ, জলতোলা, জলখাবার আনা, বাজার করা প্রভৃতি

ইহাদের কার্য্য। পশ্চিমাঞ্চলে ইহারা পাল্কীবেহারার কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাতেই ইহারা যে কত উচ্চ জাতি; তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহারা আচরণীয় জাতি, আর দেব-দেবীর মূর্ত্তিগঠনকারী ও শ্রীঅঙ্গসংস্কারকারী সূত্রধরেরা অনাচরণীয়। ইহা হইতে আর বিচিত্র ব্যাপার ও অবিচার কি আছে। সমাজনেতৃগণ ইহার কি সম্যক্‌বিচার করিবেন?

পূর্ব্বে আমরা যে প্রতিমাগঠনাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি ইহাতে কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হন যে সত্য যুগহইতেই উহারা ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ সত্যযুগে বা ত্রেতাযুগেও প্রতিমাপূজা প্রচারিত হইয়া ছিল না। দ্বাপর যুগের শেষ সময়েই উহা প্রচলিত হয়।

ধর্ম্ম। ইহাদের সকলেই প্রায় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম হইলেও ইহারা হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সমস্ত দেবদেবীর পূজা ও আরাধনা করিয়া থাকেন। অতি পুরাকাল হইতে ইহারা যে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী তাহা স্কন্দপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে যে কোন এক বৃদ্ধ বর্দ্ধকি শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যভাবে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেক ধর্ম্মপরায়ণ, ভক্তিমান্‌ ও শ্রীশ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনপ্রিয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নে কেবল মাত্র অল্প সংখ্যক লোকের নামোল্লেখ করিলাম। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সকলের নামোল্লেখ এক রকম অসম্ভব, সুধীগণ তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

রাজীব ও রামজয় নামে দুই ভ্রাতা কীর্ত্তনীয়া উপাধিতে পরিচিত। রাজীবের ভক্তি মিশ্রিত পদাবলিতে সকলেই বিমোহিত হইতেন। এঁদ

সময়ে তিনি বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বোড়োর শ্রীশ্রী৺ বলরামজীউর সন্নিধানে সংকীর্ত্তনের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া এরূপ ভক্তিভাবে "আয় ভাই কানাই" বলিয়া গোষ্ঠলীলা গান করিয়াছিলেন যে, তত্রস্থ প্রভুপাদেরা তাঁহাকে প্রেমবিহ্বলচিত্তে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে রাজীবের প্রেমপারাবার আরও অধিকপ্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি এই সময় হইতে আহারবিহারবিষয়ে আর বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। সদাসর্ব্বদা নামামৃতপানে উন্মত্তপ্রায় থাকিতেন। রাজীবের ভক্তিসম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়, বাহুল্যবোধে তাহা আর লিপিবদ্ধ হইল না।

৺মদনচন্দ্রচন্দ্র (মাষ্টার উপাধি) তিনি Government officeএ চাকুরি করিতেন। ইঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। অনেকে ইঁহার হস্তাক্ষরলিপি দেখিয়া স্ব স্ব হস্তাক্ষর প্রস্তুত করিতেন। তিনি অতি হরিনামসংকীর্ত্তনপ্রিয় ছিলেন। চাঁপাতলার হরিনামসংকীর্ত্তনদলের সৃষ্টি ইঁহারদ্বারাই হয়। ইনি পদকল্পলতিকানামে একখানি পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইঁহার নিকটহইতে হরিনামসংকীর্ত্তন শিক্ষা করিয়া ৺শ্যামচরণ দাস তাঁহার পরলোকগমনের পর অধিকদিনাবধি তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়া ছিলেন। ভক্তবৃন্দকে নামামৃতপানে আনন্দিত করিতে তিনি কখন পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইনি মহাজনপদাবলিতে অত্যন্ত আস্থাবান্ ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র, হরিচরণদাস ও পরাণকৃষ্ণ দাস। পরাণকৃষ্ণদাস ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন।

৺জয়নারায়ণচন্দ্র। ইনি অতিধার্ম্মিক, অতিভক্তিমান্, অতিঅমায়িক ও সকলের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি উকিল সাসাহেবের মুচ্ছুদ্দীর কাজ করিতেন। কিন্তু উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত হইলেও তিনি অতীব নিরহঙ্কার ছিলেন। হরিনামসংকীর্ত্তন ইঁহার একমাত্র প্রিয়কার্য্য ছিল।

ইঁহার বাটীতে প্রত্যহ নামসংকীর্ত্তন হইত। শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইঁহারই আংশিক সাহায্যে কালনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয়। কালনার শ্রীমদ্ভগবান্দাসবাবাজী তাঁহাকে অতিস্নেহচক্ষে দেখিতেন। ইঁহার দুই পুত্র, প্যারীমোহন ও ক্ষেত্রমোহন, ইহারা উভয়ে এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।

৺শ্যামাচরণ দাস। ইনিও Government office এ চাকরি করিতেন এবং অতি ধার্ম্মিক ও বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন। নিজ আয়ের অধিকাংশই বৈষ্ণবসেবায় ব্যয়িত করিতেন। সদা সর্ব্বদাই হরিগুণগানে মগ্ন থাকিতেন। যখন তিনি প্রাতে স্নানানন্তর পুষ্পচয়ন করিতে যাইতেন তখন তাঁহার চক্ষুহইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত। তাঁহার পুত্র ৺কমলকৃষ্ণদাস, ৺বনমালীদাস ও ৺অদ্বৈতচরণদাস-প্রভৃতি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও ভক্তিমান্ লোক ছিলেন। এই অদ্বৈতচরণ দাস সওদাগর Scallon & co Cashier ও Book keeper ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺অক্ষয়কুমার দাস অপুত্রক। বনমালীদাসের কনিষ্ঠ পুত্র ৺নিমাইচরণদাসের দুই পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র ও কোটিচন্দ্রদাস এক্ষণে শ্রীগোপালমল্লিকলেনে বাস করিতেছেন।

৺পরাণচন্দ্রদাস। ইনি উপর্য্যুক্ত বনমালী দাসের সমসাময়িক ও তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ। উভয়েই একসঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ও নামসংকীর্ত্তন করিতেন। ইনি সুকবি ও সুগায়ক গৌরমোহন দাসের পুত্র। ইনি Ramphray Rogers উকিলের বাটী চাকরী করিতেন। ইঁহারই উপযুক্ত পুত্র ৺ঈশানচন্দ্র দাস। ইনি Ralli Bros আপিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ যে মানুষের একটি প্রধান ধর্ম্ম, তাহা তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। ইনি সুরজ্ঞ, সুগায়ক, পদাবলিরচনায় অত্যন্ত সুদক্ষ ও একটি সংকীর্ত্তনদলের নেতা ছিলেন।

ইহার দুই পুত্র, নারায়ণচন্দ্রদাস ও অটলবিহারীদাস। ইঁহারা উভয়েই এইক্ষণ Ralli Bros. আপিসে সসম্মানে চাকুরি করিতেছেন। নারায়ণ-চন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ দাস B. A. L. M. S. ডাক্তার।

৺শম্ভুচরণদেব। ইনিও আর একটি ভক্ত। পদরচনায় ইনিও সমর্থ ছিলেন। তিনি ঈশানচন্দ্রদাসের পরলোক গমনের পরে অধিক দিন একটি সংকীর্ত্তনদলের নেতৃত্ব করেন।

ইহা ব্যতীত চারি দিকে আরও যে কত কত ভক্তের অভ্যুত্থান ও তিরোভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের সংখ্যা করিতে আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী অসমর্থ। এই জন্য নিম্নে কেবল মাত্র পল্লিগ্রামস্থ আরও দুইটী পরিবারের নামোল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের উপসংহার করিব।

নদীয়াজেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী) ৺শিবচন্দ্ররায় ও তৎপুত্র ৺জয়গোপাল রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপীঠ (নবদ্বীপ) সমীপে অবস্থান লাভ করাতে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। পিতাপুত্র উভয়েই অত্যন্ত ভক্তিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি" এই মহাবাক্যের গৌরব তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যে পরিলক্ষিত হইত। দেব-দ্বিজের প্রতি তাঁহাদের অচলা ভক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন। কুটুম্বসেবাতেও ইঁহারা যথাশক্তি নিরত ছিলেন। জয়গোপালরায়ের পুত্র মতিলাল রায় ওরফে যোগেন্দ্রনাথ রায় Govt. Treasury Accountant, ইনি ব্রহ্মজ্ঞ ও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ লোক। ইঁহার অমায়িকতাগুণে সকলেই বশীভূত। ইনি পঠদ্দশাহইতেই পদ্যরচনায় সুদক্ষ, এই জন্য স্কুলে বয় (boy) কবি বলিয়া অভিহিত হইতেন। এক্ষণে ইনি পাইকপাড়ায় বাস করিতেছেন।

হুগলি জেলার অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বরদেবের শ্রীমন্দিরের

দুই মাইল উত্তরে চৈতাড়াগ্রামে ভক্তপ্রবর ৺ছকুরামরামের পুত্র ৺দয়ালরামের দুই পুত্র ৺নারায়ণচন্দ্র ও ৺রামলোচনের বাস। ইঁহারা বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও ভক্তিমান্ ছিলেন। ইঁহাদের ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তৎসমুদয় সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য হইবে কি না ভাবিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম না। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যচরণের একান্ত ভক্ত ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-গানের নেতা ছিলেন। ইঁহাদের নিজবাটীতে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগান হইত। রামলোচনরামের তৃতীয় পুত্র ৺বিশ্বনাথ। ইনিও ইঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ তাতের ন্যায় বাল্যাবস্থা হইতেই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন। বাল্যাবস্থাতেই উপদিষ্ট না হইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া জলপুষ্প দিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতেন। যেন পূর্ব্বসংস্কারবলে তাঁহার স্মৃতিপথে সেই সকল উদিত হইয়াছিল। তাঁহার রসনা হরিনামামৃতপানে এত অভ্যস্ত ছিল যে, গভীর নিদ্রার সময় ব্যতীত সকল সময়েই হরিনাম উচ্চারণ করিতেন। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" এই মহদ্বাক্যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার পুত্র এই অধম গ্রন্থকার শ্রীবিহারীলাল রাম।

সমাজ। এতদঞ্চলের সূত্রধরসমাজ সপ্তগ্রাম * ও ৭২ † পরগণায় বিভক্ত। সুবিখ্যাত এই সপ্তগ্রামের বিষয় অনেকে অবগত আছেন। কিন্তু

* সপ্তগ্রামের নামোৎপত্তিবিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, এক সময়ে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় সরস্বতীও আর্য্যজাতির পরমারাধ্যা তটিনী ছিলেন। সরস্বতী পশ্চিম হিমালয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মসর দিয়া কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে প্রস্থিত হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হন। কান্যকুব্জাধিপতি প্রিয়ব্রতের সপ্ত পুত্র (১ম অগ্নীধ্র, ২য় রমণক, ৩য় তপিস্ত, ৪র্থ স্বরবান, ৫ম বস্তাট, ৬ষ্ঠ সবন, ৭ম দ্যুতিমন্ত) সরস্বতী-তীরে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর,

এই ৭২ পরগণার প্রত্যেক পরগণার নাম কি, কোন স্থানে অবস্থিত তাহাদের কাহার পরিসর কত দুর, কোন্ জেলা ও কোন্ মহকুমায় অবস্থিত তাহা আমরা এ স্থলে স্থির নির্ণয় করিতে অসমর্থ। কারণ কালবশে অনেক স্থানের নামের পরিবর্ত্তন ও অনেক স্থান বিলুপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে আর পরগণার নিমন্ত্রণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকেই উহার উপর বীতশ্রদ্ধ। এরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে উহার উদ্ধারসাধন করিব। ১১৫৮ সালে হুগলি জেলার অন্তর্গত বড়াগ্রামের ৺রামচরণচন্দ্রের বাটীতে যে পরগণার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাহা প্রায় দেড় শত বৎসর হইল। উহাহইতে আমরা কেবল মাত্র ৪৬ পরগণার নাম প্রাপ্ত হই। তাহারও অধিকাংশই সম্ভবতঃ বিলুপ্ত অবশিষ্ট ২৬ পরগণার বিষয় কিছুই অবগত নহি। অনেকে উপর্যুক্ত ৪৬ পরগণাকেই ৭২ পরগণার পূর্ণ তালিকা বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাহা পারিব না। কারণ তাহা হইলে ৭২ পরগণার অভিধান না হইয়া ৪৬ পরগণা হইত। যদিও এক্ষণে ইহার বিশেষ আলোচনার আবশ্যকতা নাই, তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে বড়াগ্রামের কুটুম্বগণের তালিকা প্রদান করিলাম যে উহাহইতে ৭২

শঙ্খনগর ও বলদঘাটী. এই সাতটী গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া উহাদের সমষ্টির নাম সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম এক সময়ে প্রধান বাণিজ্যস্থান ও বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থল ছিল।

শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত "জীবনী-সংগ্রহ" দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃঃ ২১৯

সপ্তগ্রাম। ত্রিশবিঘা ষ্টেশনহইতে অতি অল্প দূরে। ত্রিশবিঘা ষ্টেসনটি কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল। পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়ে, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর এই সাতটি গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণগোস্বামিকর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট খণ্ড।

† ৭২ পরগণা বর্দ্ধমান, হুগলি ও নদীয়া জেলার অন্তর্গত।

পরগণার সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা জানিতে পারিবেন ও তৎকালীন কুটম্বিতার বিষয়ও অবধারিত করিতে সমর্থ হইবেন।

হুগলি জেলার অন্তর্গত বড়াগ্রামে ৺রামচরণচন্দ্রের বাটীতে ১১৫৮ সালে যে পরগণাবিদায় হইয়াছিল, তাহার তালিকা।

পরগণার নাম	সাবিকা সরাগতের সংখ্যা	বিদায়
১নং বর্দ্ধমান	৬	১২৲
২নং বাগা	২	৩৲
৩নং খড়ে পার বর্দ্ধমান দিগর	১	২৲
৪নং সেলমাবাজ দশলকি	২	৪৲
৫নং হাউলি	৮	১০৲
৬নং হাউস্বরী	৫	৪৲
৭নং খণ্ডঘোষ নিসঙ্গ	৪	৪৲
৮নং খানপুর	২	২৲
৯নং সাহাবাজার	২	২৲
১০নং হাটকড়া-নিসঙ্গ	২	২৲
১১নং বায়ঘড়	১	১৲
১২নং পেরুজ সিংহ	১	৷৷০
১৩নং বন্নুরুক	১	।০
১৪নং আজমত সাই	১	১৲
১৫নং বন্দিপুর	২	১৲
১৬নং হরিপাল	১	২৲
১৭নং গোপভূম	১	।০
১৮নং তলাট	১	।০
১৯নং বসন্দরি	১	১৲

২০নং আলাটি	১	২৲
২১নং মলুট	১	২৲
২২নং বাজেসেলমাবাজ	১	।০
২৩নং সিঙ্গুর	১	।০
২৪নং সাতভোফা	২	১৲
২৫নং আড়ুয়া	১	১৲
২৬নং মুথাফর	১	১৲
২৭নং মুজগাম্বি	১	।০
২৮নং সমরবিজয়	১	।০
২৯নং বাঘড়া	১	১॥০
৩০নং চৌমো	২	২৲
৩১নং বালডাঙ্গা	৩	২৲
৩২নং বেড়াগড়ি	১	১৲
৩৩নং চম্পানগর	১	১৲
৩৪নং স্থকচর	১	।০
৩৫নং মুঞ্জবারিষ	১	।৮
৩৬নং ইন্দ্রাণী	১	।০
৩৭নং কর্ব্বরসাই	১	।০
৩৮নং ডুম্বরা	১	॥০
৩৯নং ধাএো	১	।০
৪০ নং হায়াতপুর	১	১৲
৪১নং রাইপুর	২	॥০
৩২নং ঝিমুর	১	।০
৪৩নং সাতকর	১	॥০

৪৪নং ছুটীপুর	২	৩১
৪৫নং দশলাক	১	॥০
৪৬নং রেনিটী	২	১

সূত্রধরজাতির আদমসুমারী।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস্ রিপোর্টে (Census of India, 1901) প্রকাশিত হয় যে, বঙ্গীয় সূত্রধরজাতির সংখ্যা—পুরুষ—৪৪৮৫৯, স্ত্রীলোক ৪২৫৩২, সর্ব্ব সমেত ৮৭৩৯১।

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
বঙ্গদেশ				৮৮২১৫	৮৩৯৮৫	
১। ইংরেজঅধিকার				৮৮০৭১	৮৩৯২১	
বৰ্দ্ধমানবিভাগ				১৯৫৭৯	১৯০৬১	
বৰ্দ্ধমান	৫৩২৭	৫০৫৭	১০৩৮৪			
বীরভূম	৩৬১৯	৩৪০৫	৭০২৪			
বাঁকুড়া	৩১৩২	৩৩১০	৬৪৪২			
মেদিনীপুর	৪৫১৯	৪৫৫০	৯০৬৯			
হুগলী	১৯৬৫	১৮৫১	৩৮১৬			
হাবড়া	১০১৭	৮৮৮	১৯০৫			
প্রেসিডেন্সী বিভাগ				১৯০৯০	১৭৯৪৮	
চব্বিশ পরগণা	১৩৮৫	৯৬৭	২৩৫২			
কলিকাতা	৩৪৭৫	২১৮১				
নদীয়া	৪১২৮	৫১৪০	৯২৬৮			
মুর্শিদাবাদ	৪১৯৯	৪০০৯	৮২০৮			

যশোহর	৪৯৫৪	৫০৬৪	১০০১৮		
খুলনা	৯৪৯	৫৮৭	১৫৩৬		
রাজসাহীবিভাগ				১০০৫৫	৯৭৫০০
রাজসাহী	১৮৬২	১৮৭৯	৩৭৩১		
জলপাইগুড়ি	২৪৭	১০			
দার্জ্জিলিং	১৫	২৪			
রঙ্গপুর	১১২১	৭৪৮	১৮৬৯		
বগুড়া	৭০৩	৫৮৩	১২৮৬		
পাবনা	৬১১৭	৫৫০৬	১১৬২৩		
ঢাকাবিভাগ				২৬১৫৪	২৪৭৫২
ঢাকা	৯১৯৯	৯২৬৪	১৮৫৬৩		
ময়মনসিংহ	১৩৮৯৫	১২৬০২	২৬৪৯৭		
ফরিদপুর	২৫২০	২৫৪৯	৫০৬৯		
বাখরগঞ্জ	৪৪০	৩১৭			
চট্টগ্রামবিভাগ				১০৫৫২	৯৮০৭
ত্রিপুরা	৭৫২৮	৭০৩৫	১৪৫৬৩		
নোয়াখালী	২৪৯১	২২৭৫	৪৭৬৬		
চট্টগ্রাম	৫২৭	৪৯৭	১০২৪		
চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ	৬	০			
ভাগলপুরবিভাগ				১৫১২	১৬৪৮
মালদহ	১৫১২	১৬৪৮	৩১৬০		
উড়িষ্যাবিভাগ				৮	২৪
পুরী	৮	২৪			
ছোটনাগপুরবিভাগ				১১২১	৯৩১

রাঁচী	২৩	২৬	
মানভূম	৯৯৪	৮৩৬	১৮৩০
সিংহভূম	১০৪	৬৯	

ইংরাজ অধিকারে মোট—৮৮০৭১ ৮৩৯২১

২। করদ ও মিত্ররাজ্য			১৪৪ ৬৪
কুচবিহার	৬৫	৫	
উড়িষ্যাকরদরাজ্য	২১	৩৪	
স্বাধীনত্রিপুরা	৫৮	২৫	

বঙ্গদেশে মোট—৮৮২১৫ ৮৩৯৮৫

সূত্রধরতত্ত্বের সারসংগ্রহ।

সূত্রধরশব্দের ব্যুৎপত্তি।

সূত্রং ধরতি ধারয়তি বা সূত্রধরঃ।

অর্থাৎ যাঁহারা সূত্রদ্বারা যজ্ঞবেদী ও অট্টালিকাদির ভিত্তি বা গৃহাদির সূচনা করিয়া দিতেন, ফলকাদির উপরে প্রাসাদের লক্ষণ বা মানচিত্র অঙ্কিত করিতেন, ফলতঃ যাঁহারা সূত্রবিদ্যা ও বাস্তুবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাদেরই নাম সূত্রধর।

সূত্রধরগণের নিদান।

ইঁহারা দেবশিল্পী বা দেববর্দ্ধকি বিশ্বকর্ম্মার অনন্তরবংশ্য বা অধস্তন পুরুষ। এই বিশ্বকর্ম্মা, দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনী যোগসক্তার গর্ভে ধর্ম্মপুত্র অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশ্বকর্ম্মাই জগতের সর্ব্ববিধ শিল্পকলার উদ্ভাবয়িতা। মনুষ্যগণ অদ্যাপি তাঁহারই শিল্পকলা উপজীব্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ ও তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। পশ্চিমাঞ্চলের যজ্ঞসূত্রধারী সূত্রধরগণ উক্ত দেববর্দ্ধকি বিশ্বকর্ম্মার অনন্তরবংশ্য বলিয়া অদ্যাপি আপনাদিগকে

বর্দ্ধকি বা বাঢ়ই উপাধিদ্বারা সংসূচিত করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় সূত্রধরগণও আপনাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার অধস্তন পুরুষ বলিয়া পরিচয় দান করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য জাতির ন্যায় বঙ্গীয় সূত্রধরগণও পশ্চিমাঞ্চলহইতে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব এই উভয় স্থানের সূধরগণই যে একই বিশ্বকর্ম্মার সন্তান ও একই বস্তু তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। সংস্কৃত বর্দ্ধকি শব্দই অপভ্রষ্ট হইয়া বাঢ়ই শব্দে পরিণত হইয়াছে।

সূত্রধরগণের বর্ণ বা জাতি।

পূর্ব্বকালে কোন বর্ণ বা জাতি ছিল না। সকলেই একই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পরে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কর্ম্ম ও গুণগত পার্থক্য ঘটিলে তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে পৃথক্ চারিটি জাতিতে বিভক্ত হয়েন। শৌনকঋষির চারি পুত্র চারি জাতিতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই দ্বিজাতিত্রিতয়ের সেবাই শূদ্রগণের একমাত্র জীবিকা বা কার্য্য ছিল।

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ ৯১—১অ—

সুতরাং জানাগেল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে কোন জাতি কৃষি, বাণিজ্য মেষপালন ও কাষ্ঠতক্ষণাদি উচ্চ অঙ্গের শিল্প কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ও দেশরক্ষাকারী ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে শিল্পকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যগণই যে কৃষিকর্ম্মাদির ন্যায় পবিত্র কাষ্ঠতক্ষণাদি কার্য্যও করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তজ্জন্য আমরা ভারতের জাতি সূত্রধরগণকে বৈশ্যবর্ণ বলিয়া মনে করি।

সূত্রধরগণের জীবিকা বা বৃত্তি।

এই জাতির জীবিকা বা বৃত্তি সাধারণতঃ কাষ্ঠতক্ষণ ও কাষ্ঠময় দ্রব্যাদির গঠন, রথনির্ম্মাণ, ভাস্কর্য্য, প্রতিমা-গঠন, প্রতিমার অঙ্গ চিত্রণ, বা অঙ্গসংস্কার। এবং স্থানবিশেষে কেহ কেহ বা বৈশ্যোচিত পবিত্র কৃষিকর্ম্মদ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এবং একালে অনেকে পাশ্চাত্যবিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও নানাপ্রকার উচ্চপদের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, শূদ্রোচিত নিকৃষ্ট দাস্যবৃত্তি, ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপর কোন সময়ে প্রচলিত ছিল না, সুতরাং ইঁহাদের বৃত্তিদ্বারাও ইঁহাদিগকে বৈশ্য ভিন্ন শূদ্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

সূত্রধরগণের বর্ণাধর্ম্ম।

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মন্বাদি ঋষিগণ স্ব স্ব গ্রন্থে কেবল চারিবর্ণের বর্ণা ধর্ম্মের কথা লিখিয়াছেন। অনুলোমজ মূর্দ্ধাবসিক্ত এবং অম্বষ্ঠাদি ও বিলোমজ সূতমাগধাদি অবান্তর জাতিসমূহের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিধির প্রণয়ন করেন নাই। ভারতের সমস্ত জাতিকে তাঁহারা মূল চারিটি জাতির অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। অতএব সূত্রধরগণের বর্ণাধর্ম্মও উক্ত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের ধর্ম্ম হইবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সূত্রধরগণ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অনন্তরবংশ্য ও বৈশ্যজাতির অন্তর্গত। সুতরাং ইঁহাদের বর্ণ্যধর্ম্মও বৈশ্যবৎ হইবে। পশ্চিমাঞ্চলের বাঢ়ই আখ্যাধারী সূত্রগণও উপবীতী ও আচরণীয় জাতি এবং বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ উঁহাদের গুরুপুরোহিত। সুতরাং উক্ত বাঢ়ইগণের সগন্ধ দায়াদ বঙ্গদেশীয় সূত্রধরগণের বর্ণ্যধর্ম্ম স্বতন্ত্র হইতে পারে না। রথ, ও প্রতিমাদির নির্ম্মাণ এবং কাষ্ঠতক্ষণাদি কার্য্য অতীব পবিত্র বৃত্তি। বঙ্গদেশের সৎশূদ্রগণ অন্যের হীনভৃত্যত্ব করিয়াও সমাজে আচরণীয় ও আদরণীয়, আর তাঁহাদিগহইতে পবিত্রকর্ম্মা অদাস্যজীবী বঙ্গীয় সূত্রধরগণ

অনাচরণীয়, ইহা অপেক্ষা অবিচার ও বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের বাঢ়ইগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু উঁহারা শাস্ত্রানুসারে সূত্রাধিকারী না হইলে তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ কখনও উঁহাদিগকে প্রাচীনকাল হইতে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে দিতেন না। অপিচ উঁহাদের যাজন কার্য্যাদিও করিতে সম্মত হইতেন না। ব্রাহ্মণেরা কি সংস্কৃতের পঠনপাঠনায় অনধিকারী বঙ্গীয় শূদ্রগণকে সহজে সংস্কৃত স্পর্শ করিতে দিয়াছেন? প্রামাণ্যমিতাক্ষরাটীকাকার মহামতি বিজ্ঞানেশ্বর রথকারগণকে উপনেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—

বৈশ্যেন শূদ্রায়া মুৎপাদিতা করণী
তস্যাং মাহিষ্যেণ উৎপাদিতো
রথকারো নাম জাত্যা ভবতি।
তস্য চ উপনয়নাদি সর্ব্বং কার্য্যং বচনাৎ। যথাহ শঙ্খঃ—
"ক্ষত্রিয়বৈশ্যানুলোমান্তরোৎপন্নো
যো রথকারঃ, তস্য ইজ্যাদানোপনয়ন
সংস্কারক্রিয়াঅশ্বপ্রতিষ্ঠারথসূত্র
বাস্তবিদ্যাধ্যয়নবৃত্তিতা চ।

অর্থাৎ মিতাক্ষরাকার শঙ্খের বচন তুলিয়া বলিতেছেন যে ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যার গর্ভে জাত জাতির নাম মাহিষ্য। মাহিষ্য করণকন্যা বিবাহ করাতে রথকারনামক জাতির উৎপত্তি হয়। তাহারা যজ্ঞ, দান, উপনয়ন, অশ্বপ্রতিষ্ঠা, রথসূত্রবাস্তবিদ্যা ও সংস্কৃতের অধ্যয়নে অধিকারী।

এই রথকারগণের মাতা করণী শূদ্র হইলেও অতি পূর্ব্বে ঋষিরা দ্বিজপিতৃত্বনিবন্ধন ইহাদিগকেও উপবীতার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন

বঙ্গদেশীয় ও পশ্চিমাঞ্চলের সূত্রধরগণ এ রথকার নহেন, তাঁহাদের মাতাও শূদ্রকন্যা ছিলেন না। তাঁহারা বিশ্বকর্ম্মার সন্তান ও জাতিতে বৈশ্য, সুতরাং তাঁহারা যে আচরণীয় ও উপবীতার্হ উচ্চ জাতি হইবেন তাহাতে কি সন্দেহ হইতে পারে? ইঁহাদিগকে সামাজিকেরা রথকার বলিয়া মনে করিলেও ইঁহারা যে উপবীতী হইবেন তাহাতে দ্বিধামাত্রও দেখা যায় না। অপিচ মহামতি জৈমিনিও তদীয় পূর্ব্ব-মীমাংসাগ্রন্থে রথকারগণকে ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

বচনাৎ রথকারস্য আধানে অস্য
সর্ব্বশেষত্বাৎ। ৪৪। ১পাদ—৬ অধ্যা।

তত্র শবরস্বামী—আধানে শ্রূয়তে "বর্ষাসু রথকার আদধীত" অর্থাৎ রথকারগণ বর্ষাকালে অগ্ন্যাধান বা যজ্ঞকার্য্য করিবেন, ইহা শ্রুত হইয়া থাকে। সুতরাং রথকারগণ অশূদ্র হইতেছেন? শবরস্বামী

শূদ্রস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। ৪৫

সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়াও লিখিয়াছেন—শূদ্রোহি অসমর্থত্বাৎ প্রতিষিদ্ধ তস্মাৎ ত্রৈবর্ণিকো রথকারঃ স্যাৎ"—অর্থাৎ শূদ্রের অগ্ন্যাধানে অধিকার নাই, তাঁহারা এ বিষয়ে প্রতিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে রথকারের অগ্ন্যাধানে অধিকার আছে, অতএব রথকারগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ত্রিবর্ণের অন্তর্গত অর্থাৎ বৈশ্য।

এখন সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি শূদ্রমাতৃক রথকারও বৈশ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অনন্তরবংশ্য সূত্রধরগণ যে প্রকৃত বৈশ্য হইবেন তাহাতে কি সন্দেহ হইতে পারে? অতএব আমরা অবশ্যই ইহা দাবি করিতে অধিকারী যে জাতিহঃব্রর্দ্ধ

গণের কার্য্যকর্ম্ম বৈশ্যবৎই হইবে। অর্থাৎ তাঁহারা যেমন উপনয়নার্হ তেমনই তাঁহারা পক্ষাশৌচী হইবেন। ফলতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বাঢ়ই আখ্যাকারী সূত্রধরগণ উক্ত বৈশ্যত্বনিবন্ধনই তত্তদ্দেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এবং তথায় তাঁহারা আচরণীয় উচ্চ জাতি বলিয়াও স্বীকৃত রহিয়াছেন। সুতরাং একই বিশ্বকর্ম্মার সন্তান ভারতের সকল সূত্রধরগণ কেন সর্ব্ববিষয়ে তুল্যাধিকারী না হইবেন? অপিচ আমরা যখন হিন্দুর কোন শাস্ত্রেই বঙ্গীয় সূত্রধরগণের পাতিত্যের কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকি না, তখন ইঁহাদিগকে অনাচরণীয় রাখা সমাজনেতা ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। আশ্চর্য্য এই যে বঙ্গদেশে নিকৃষ্টকর্ম্মা হীনভৃত্য লোকেরাও সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য, আর অহীনকর্ম্মা সূত্রধরগণ অনাচরণীয়। অবশ্য বিতর্ক হইবে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ত সূত্রধরাদি জাতিত্রিতয়কে ব্রহ্মশাপ নিবন্ধন পতিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? কিন্তু আমরা মূলগ্রন্থে দেখাইয়াছি যে পুরাণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ নহে, উহা ইতিহাস। তন্মধ্যে আবার বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অতি আধুনিক এবং উহা কোন একালের বাঙ্গালী বৈষ্ণবের বিরচিত। সুতরাং এহেন গ্রন্থের কোন উক্তিদ্বারা কাহারও পাতিত্য ঘটিতে পারে না। বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে "যুঙ্গী, আগরী, কাওয়ালী ও জোলা" প্রভৃতি যে সকল শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটীই প্রাকৃত শব্দ, সুতরাং উক্ত কোন ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ হইতে পারে না। বিশেষতঃ জোলা শব্দের সন্নিবেশনিবন্ধন সকলকে বুঝিয়া লইতে হইবে যে উক্ত গ্রন্থ— মুসলমানগণের রাজত্বকালে কোন অনভিজ্ঞ বিদ্বেষপরায়ণ লোক দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তই বঙ্গীয় সূত্রধরগণকে পতিত করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতম বৈদিক ঋষিরা এই

প্রাচীনতম বিশ্বকর্ম্মা জাতিকে পতিত বলিয়া অবগত ছিলেন না।
শুক্লযজুঃ বলিতেছেন—

"নমঃ তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ নমঃ—২৭—১৬ অঃ।

তত্র মহীধরঃ—তক্ষাণঃ শিল্পিজাতয় স্তেভ্যো নমঃ। রথং কুর্ব্বন্তীতি রথকারাঃ সূত্রধরবিশেষা স্তেভ্যো নমঃ।

এখানে মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি তক্ষা ও সূত্রধর রথকারগণকে নমস্কার করিতেছেন। সুতরাং ইহারা যে বৈশ্যাদি দ্বিজাতি ভিন্ন কোন পতিত অন্ত্যজ জাতি ছিলেন না, ইহা ধ্রুবই। আমরা সূত্রধরগণকে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অনন্তরবংশ্য ও বৈশ্যজাতি বলিয়া সংসূচিত করিয়াছি, পক্ষান্তরে এ দেশের উদারচেতাঃ পণ্ডিতমহোদয়গণের মতও এ বিষয়ে আমাদিগের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ মহোদয় লিখিয়াছেন যে ;—

The carpenters who are mentioned in the Vedic and Buddhistic literature, are a very ancient people, and I have no doubt as to their origin from Visvakarma Though carpentry is a gross art, the claim of the Sutradhars as artists to be included in the Vashya class is not unjust.

শব্দনির্ণয়প্রণেতা হুগলিনর্ম্মালস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহনবিদ্যানিধিভট্টাচার্য্যমহাশয়ও তাঁহার অভিমতের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে—

"কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তি শূদ্রবৃত্তিহইতে পবিত্র। সুতরাং (সূত্রধরগণের) বৈশ্যত্বের দাবি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।"

১৩১৩ সালের ১৯শে জুন তারিখের এডুকেশন গেজেটের সাপ্তাহিক

সম্পাদকমহাশয় "সূত্রধরতত্ত্ব" গ্রন্থের সমালোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"কামার, ছুতার, তাঁতী, কুমার প্রভৃতির কার্য্য বৈশ্যদিগের কার্য্য ছিল। * * বোম্বাইয়ের সূত্রধরগণ উপবীতধারী। আমাদের বিশ্বাস যে আধুনিক শূদ্রনামধারী সকলেই বৈশ্য। অন্ত্যজনামধারী-গণ প্রকৃত শূদ্র। বৌদ্ধবিপ্লবে সকল জাতিরই বিশুদ্ধতা একটু না একটু নষ্ট হয়। শিল্পী, কৃষিজীবী ও বণিগ্‌বৃত্তিপরায়ণসমাজে বৈশ্যরক্তই অধিক, উহারা বৈশ্য।

১৩১৪ সালের ১৬ই শ্রাবণের আনন্দবাজারপত্রিকা সূত্রধরতত্ত্বের সমালোচনাকালে একত্র লিখিয়াছেন যে—"সূত্রধরজাতির আকার প্রকার ও আচারব্যবহারাদি দেখিয়া তাঁহাদিগকে আমরা কখনও অনার্য্যজাতিসম্ভূত বলিয়া মনে করিতে পারি না। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে ও ঐতিহাসিক গবেষণায় সূত্রধরজাতীয় ব্যক্তিগণের আর্য্য জাতিত্বসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতিসুন্দর হইয়াছে"।

১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা লিখিয়াছেন যে—

গ্রন্থকার নানাশাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি দেখাইয়া সূত্রধরজাতির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক সূত্রধরগণের ব্যবসায় বা আচার কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে। উহাদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও ভক্তিমান্। উহাদিগকে অপকৃষ্ট বর্ণমধ্যে গণ্য করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।"

আরবদেশবাসী ইবন খুর দৎবা নামক ব্যক্তি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়া তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে হিন্দুজাতি সাত ভাগে বিভক্ত।

১। সার কুফ্রিয়া।

২। ব্রাহ্মণ।

৩। ক্ষত্রিয়।

৪। শূদ্র।

৫। বৈশ্য।

৬। চণ্ডাল।

৭। বাজীকর।

ইবন খুর দৎবা বলেন, ভারতের রাজগণ সারকুফ্রিয়াশ্রেণী হইতে গৃহীত হইয়া থাকেন। বৈশ্যগণ শিল্পব্যবসায়ী আর শূদ্রগণ কৃষি ও বাণিজ্যকারী। প্রবাসী ১৩১৫ সাল কার্ত্তিক ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

১৩১৪ সনের কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীও লিখিয়াছেন যে "সূত্রধরতত্ত্বে বেদ-সংহিতা-ইতিহাস ও সেন্সস্ রিপোর্ট প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে সূত্রধর জাতি বৈশ্য ও উপবীতী। এই মীমাংসা মানিয়া লইতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

সুতরাং পবিত্রবৃত্তিক সূত্রধরগণ যে বৈশ্যজাতি, তাহা অনুমিত ও সপ্রমাণ হইতেছে।

সূত্রধরগণের ধর্ম্ম।

ইঁহারা অতি প্রাচীনকালহইতে সাধারণতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। শাক্ত ও শৈবসম্প্রদায়ের লোকও এই জাতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং হিন্দুর উপাস্য যে কোন দেবদেবীর প্রতিও ইহারা ভক্তিপরায়ণ।

জীবিকা।

ইহাদের জাতীয় বৃত্তি কাষ্ঠতক্ষণ ও কাষ্ঠময়রথপ্রভৃতিগঠন। পল্লীগ্রামবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা মৃন্ময়প্রতিমাগঠন ও চিত্রণ,

পাষাণ ও কাষ্ঠময় দেবদেবীর নির্ম্মাণ, দেবদেবীর অঙ্গসংস্কার ও কৃষি কর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং অদাসজীবন এই সূত্রধরগণের বৃত্তি যে বহু সৎশূদ্র হইতেও উচ্চতর, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এমন কি ব্রাহ্মণেতর বহু জাতির যে সকল বিষয়ে কোন অধিকার নাই, সে বিষয়েও ইহারা পূর্ণাধিকারবান্। তবে মুসলমান ও ইংরাজরাজের রাজ্যাধিকারকালে ইঁহারাও ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য উচ্চ জাতির ন্যায় স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ওকালতী, বারিষ্টারী, কেরাণীগিরি ও অন্যান্য নানা ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

সূত্রধরজাতির গোত্র।

ইঁহাদের গোত্রাদিও অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুজাতির ন্যায়। যথা—ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য (মধুকুল্য), শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, হরিঋষি, বামর্ষি, আঁলমঋষি প্রভৃতি।

সূত্রধরগণের বংশীয় উপাধি।

সূত্রধর গণের উপাধিও অন্যান্য উচ্চ জাতির ন্যায় বহু সংখ্যায় সংবিভক্ত। যাথা—রায়, রাম, রাণা, দাস, দে, দত্ত, চন্দ্র, কর, পাল, মল্লিক, শীল, সেন, খান, কুণ্ড, নাগ, সাঁতরা, হাজরা ও লাহা (লা) প্রভৃতি।

সূত্রধরগণের সমাজস্থান।

এতদঞ্চলে সূত্রধরগণের সমাজ সপ্তগ্রাম (সাতগাঁ) ও বাহাত্তর পরগণায় বিভক্ত। এই প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু বাহাত্তর পরগণার মধ্যে কার কি নাম এবং কোন পরগণা কোথায় অবস্থিত, প্রত্যেক পরগণার পরিমাণ ও পরিধি কতদূর-ব্যাপী, তাহা সম্প্রতি এক প্রকার দুর্নির্ণেয়। কারণ কালমাহাত্ম্যে

অনেক স্থান মহাকালের কুক্ষিগত ও বহুস্থানের নামের পরিবর্তন ঘটাতে এখন বাছিয়া বাহির করা সাধ্যায়ত্ত নহে। পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে নিমন্ত্রণ হইত বলিয়া প্রত্যেক পরগণার স্থান নির্ণয়ে কোন কষ্ট হইত না। কিন্তু লোকের দরিদ্রতানিবন্ধন এইক্ষণে পরগণা নিমন্ত্রণের প্রথা তিরোহিত হওয়াতে পরগণার পদার্থনির্ণয়েও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। যাহাহউক ১১৫৮ সালে হুগলি জেলার অন্তর্গত বড়াগ্রামে ৺রামচরণচন্দ্র মহাশয়ের বাটীতে যে পরগণার বিদায় হইয়াছিল, তাহার তালিকা হইতে আমরা মাত্র ছয়চল্লিশটী পরগণার নাম অবগত হইতে পারিয়াছি। অবশিষ্ট ছাব্বিশটী পরগণার বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। যদি কেহ দয়া করিয়া পরগণাসমূহের নাম ও অবস্থানসম্বন্ধে ঐতিহ্য তত্ত্ব প্রদান করেন, তবে আমরা বাধিত হইব।

সূত্রধরজাতির কৌলীন্য ও বিবাহপ্রথা।

অন্যান্য জাতির ন্যায় ইঁহাদিগের মধ্যেও কুলীন ও মৌলিক বলিয়া দুইটী থাক দেখিতে পাওয়া যায়। কুলীনের পুত্রকন্যার সহিত মৌলিকের এবং মৌলিকের পুত্রকন্যার সহিত কুলীনের আদানপ্রদান হইয়া থাকে, তাহাতে কোন দোষ ঘটিয়া থাকে না। তবে এই কৌলীন্য প্রথাও এই ক্ষণে সহরের বাহিরেই কিছু কিছু বর্ত্তমান। সহরাঞ্চলে অন্যান্য উচ্চজাতির ন্যায় ইঁহাদের কৌলীন্যও নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সূত্রধরজাতির লোকসংখ্যা।

গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্টহইতে সূত্রধরজাতির সংখ্যা পুরুষ ৪৪৮৫৯ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪২৫৩২, মোট জনসংখ্যা ৮৭৩৯১।

জমিদার।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ শীল পিতা ৺রামচন্দ্র শীল সাং কপালিটোলা কলিকাতা

সূত্রধরজাতির শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের নামধাম।

ব্যারিষ্টার—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, পিতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র সাং ১২নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। কার্য্য স্থান জব্বলপুর।

উকিল—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র, পিতা ৺ধর্ম্মদাস চন্দ্র সাং ঐ জব্বলপুর। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শীল পিতা ৺রামচন্দ্র শীল সাং কপালী টোলা কলিকাতা। কার্য্যস্থান শীউরি। শ্রীযুক্ত শৌরেন্দ্রনাথ শীল পিতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শীল। ঐ।

মোক্তার—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চন্দ্র সাং কাঁসারিপাড়া ভবানীপুর হাইকোর্ট।

ইঞ্জিনিয়ার—শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ রাণা পিতা ৺রামচন্দ্র রাণা সাং ভবানী-চরণদত্তের লেন। পেন্সনার।

ডাক্তার—শ্রীযুক্ত বীরচাঁদ দে এম বি, পিতা ৺রাধামাধব দে, সাং অখিলমিস্ত্রীর লেন। কার্য্যস্থান রেঙ্গুন। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে পিতা ৺মতিলাল দে, সাং—ঐ, কার্য্যস্থান ঐ। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দে এল এম এস, পিতা ৺মহেন্দ্রনাথ দে, সাং মুসলমানপাড়া কলিকাতা মিউনিসিপালডাক্তার। শ্রীযুক্ত করেন্দ্রনাথ দাস বি এ এল এম এস, পিতা শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাস, সাং চাঁপাতলা আই ইনফার-মারী ডাক্তার। শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলালদাস সাং শৈদাবাদ, মুরশিদাবাদ পেন্সনার। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস এল এম এস, সাং বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চন্দ্র। ইনি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয়ের পুত্র, সম্প্রতি ইংলণ্ডে ডাক্তারি শিক্ষা করিতেছেন।

মুচ্ছুদ্দি। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে, পিতা ৺মতিলাল দে, সাং আঁখিল-মিস্ত্রীর লেন কলিকাতা। মুচ্ছুদ্দি বার্ক মায়ার ব্রাদার সদাগর।

সরকারী কার্য্যকারী—শ্রীযুক্ত চুনিলাল দে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, (যোগীন্দ্রনাথ) রায়,। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ নাগ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত নীরদলাল দাস, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল দাস, শ্রীযুক্ত শীতিকণ্ঠ দাস, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দে, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দে, (পেন্‌সনার), শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ দে (পেন্‌সনার), শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দে, শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দে।

বেসরকারী কার্য্যকারক—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দাস, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ নাগ, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ মল্লিক, শ্রীযুক্ত রামলাল দাস, শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস, শ্রীযুক্ত বংশীধর রায়, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস, শ্রীযুক্ত নীলমণি দত্ত।

ইহা ব্যতীত আরও বহু ব্যক্তি বহুস্থানে সরকারী, বেসরকারী বহু উচ্চ কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের নাম এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

OPINIONS AND APPRECIATIONS.

Mohamohopadhyaya Satish Chandra Vidyabhusan M A. M. R A.S. PH. D. Professor of Sanskrit and Pali, Presidency College, joint Philological Secretary of the Asiatic Society of Bengal, Fellow of the calcutta university.—

I have read with great pleasure Babu Behari Lal Ram's "Sutradhara Tattva" or a history of the carpenter caste of Bengal. It seeks to prove that this caste has sprung up from the divine architect Visvakarma, and is a branch of the Vaisya class allied to the Barhai caste of Western India. The Carpenters who are mentioned in the Vedic and Buddhistic literature, are a very ancient people, and I have no doubt as to their origin from Visvakarma Though carpentry is a gross art, the claim of the Sntradharas, as artists, to be included in the Vaisya class is not unjust.

Presidency College
Calcutta 23. 5. 07 } Sd. Satish Ch. Vidybhusan.

The Bengalee Tuesday November 26. 1907—

We have long lying on our table a copy of "Sutradhar Tatwa" being a treatise in Bengali on the origin and social status of sutradhars (the carpenter community) * * * The book is interesting and should prove useful to those for whom it is intended.

The Indian Mirror Sunday, July 21, 1907 :—

We have received a copy of "Sutradhar Tatwa" a pamphlet on the origin, social rights and position of the carpenter caste. It is a pleasing sign of the times that sevral castes and sub-cas-

tes have now waked up to the needs of their intellectual, moral and social improvement. We are glad to notice that the new spirit of progress and reform has spread to the community known as carpenters. The author of the pomphlet claims Aryan descent for the caste he represents contending that the carpenters are descended from the divine architect Viswakarma of Pauranic fame. He shows that the carpenters in Western India belong to the same stock as their caste men in Bengal. So he urgues that the Bengal carpenters are entitled to the same social status as their fellows in the western Presidency. The carpenters constitute an important unit in our social organisation and any endeavour to uplift them has our hearty sympathy. * * * *

এডুকেশন গেজেট ১৩১৬ সাল। ১৯শে ভাদ্র।

সূত্রধর তত্ত্ব।

অর্থাৎ সূত্রধর জাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার। শ্রীবিহারী লাল রায়কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা সাথীপ্রেস ২১।১ পটুয়াটোলা লেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কার্য্যসম্বন্ধে মনুর বচনে শিল্পের উল্লেখ নাই। মনু বলিয়াছেন যে, দ্বিজশুশ্রূষা এবং সমস্ত শিল্প শূদ্রেরা করিবে। কিন্তু কাঠের ঘর এবং কাপড় এবং হাঁড়ি কলসী সকলের প্রথমাবস্থা হইতেই প্রয়োজন। সুতরাং কমার, ছুতার, তাঁতী, কুমার প্রভৃতির কার্য্য বৈশ্যদিগেরই কার্য্য ছিল। কুলা ধুচুনী প্রভৃতি আজও পর্য্যন্ত

শূদ্রের একচেটিয়া শিল্প আছে। বোম্বাইয়ের সূত্রধরগণ উপবীতধারী। আমাদের বিশ্বাস যে আধুনিক শূদ্রনামধারী সকলেই বৈশ্য। কেবল অন্ত্যজগণই প্রকৃত শূদ্র। অন্ত্যজগণ সমাজে আচারব্যবহারের উন্নতি করিয়া লইয়া সকলেই চতুর্বর্ণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থান গ্রহণ করুন। বৌদ্ধ-বিপ্লবে সকলবর্ণেরই বিশুদ্ধতা একটু না একটু নষ্ট হয়। শিল্পী, কৃষিজীবী ও বণিগ্‌বৃত্তি পরায়ণ সমাজে বৈশ্য রক্তই অধিক, তাঁহারা বৈশ্য।

নব্যভারত—১৩১৪ শাল—কার্ত্তিক—সূত্রধরতত্ত্ব—শ্রীবিহারীলাল রায়কর্ত্তৃক প্রকাশিত। জাতিতত্ত্বের যতই মীমাংসা হয়, ততই ভাল। আপন আপন জাতীয় উন্নতির জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইতেছেন দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপে সকল জাতি উন্নতি লাভ করিয়া এক মহান্ জাতিতে পরিণত হউন। সুন্দর পুস্তক।

আরতি—৭ম বর্ষ, ষষ্ঠসংখ্যা—ময়মনসিংহ—সূত্রধরতত্ত্ব—শ্রীবিহারীলালরায়কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থে সূত্রধরজাতির নিদান ও সামাজিক অধিকারসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচন আছে। গ্রন্থকার আত্মগোপন করিয়া গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থে রচয়িতার নামোল্লেখ থাকা একান্ত আবশ্যক। যিনি বহুকালের প্রচলিত বিধির উচ্ছেদসাধনে চেষ্টান্বিত, আত্মগোপনরূপ ভীরুতাপ্রদর্শন তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। এই অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার পণ্ডিত ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। সর্ব্বস্থলে আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে না পারিলেও আমারা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, এবং তর্ক ও মীমাংসাশক্তির প্রশংসা করিব। গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য এই—আমরা বর্ত্তমানে বঙ্গে যে সূত্রধরজাতি দেখিতে পাই, তাহার নিদান বৈশ্য। এবং বঙ্গীয় সূত্রধরগণ হিন্দুস্থানের উপবীতী ও আচরণীয় বাঢ়ই

গণের শাখাপ্রশাখাবিশেষ। এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা এতৎ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আমরা প্রত্যেক জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল পাঠককে গ্রন্থখানীর আদ্যন্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রসূনপত্রিকা—২৯শে কার্ত্তিক ১৩১৪ শাল, কাটোয়া—সূত্রধর-তত্ত্ব—শ্রীযুক্তবিহারীলালরামকর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকে সূত্রধরজাতির উৎপত্তি, সামাজিক অধিকার ও নিদান-প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই সকল বিষয় প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। আশা করি পুস্তকখানি সূত্রধরসমাজে আদরণীয় হইবে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর। কলিকাতা ৬৮।১ নং কেথিড্রাল মিশন লেনে (এখন শ্রীগোপালমল্লিকের লেনে) প্রকাশকের নিকট পুস্তক পাওয়া যায়।

আনন্দবাজারপত্রিকা—১৬ই শ্রাবণ ১৩১৪ শাল—আমরা সূত্রধর-তত্ত্বনামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানিতে বঙ্গদেশীয় সূত্রধর জাতির উৎপত্তি, বর্ণনির্ণয়, পাতিত্যোদ্ঘটন সামাজিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণিত আছে। এই পুস্তক পাঠে আমরা যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই জাতির মধ্যে অনেক বিশিষ্ট লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সূত্রধরজাতির আকার প্রকার ও আচারব্যাবহারাদি দেখিয়া তাঁহাদিগকে আমরা কখনও অনার্য্যজাতিসম্ভূত বলিয়া মনে করিতে পারি না। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ঐতিহাসিক গবেষণায় সূত্রধরজাতীয় ব্যক্তিগণের আর্য্য জাতিত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা আশা করি সূত্রধরসমাজ সমগ্র দেশে স্বজাতির উন্নতি বর্দ্ধনার্থে

সবিশেষরূপে আন্দোলন উত্থাপিত করিবেন, সভাসমিতি করিয়া স্বজাতীয় সমাজে নিজেদের জাতীয়শ্রেষ্ঠতা বিঘোষিত করিবেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা—৮ম ক ৪র্থ ভাগ ১৩১৪ শাল ২২১ পৃষ্ঠা। সূত্রধরতত্ত্ব—শ্রীবিহারিলালরামকর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার নানা শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি দেখাইয়া সূত্রধরজাতির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক সূত্রধরগণের ব্যবসায় বা আচার কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে। উঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও ভক্তিমান্‌। উঁহাদিগকেঅপকৃষ্টবর্ণমধ্যে গণ্য করা কোনও ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

যুবক—মাসিক পত্রিকা ১৪১৪ শাল, ভাদ্র ১১৬ পৃষ্ঠা শান্তিপুর। সূত্রধরতত্ত্ব—অর্থাৎ সূত্রধরজাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার। শ্রীযুক্তবিহারিলালরামকর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থকার অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা সূত্রধরজাতির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সপ্রমাণ করিলে কি হয়? বঙ্গীয় সমাজ কি তাঁহার প্রমাণঅনুযায়ী সূত্রধরগণকে সামাজিক অধিকার প্রদান করিবেন? শাস্ত্র বল, আর ধর্ম্ম বল, প্রচলিত দেশাচারের কাছে উহা কিছুই নহে। গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার সফলতাসম্বন্ধে আমরা সন্দিহান। তবে তিনি যে গভীর গবেষণা, কঠিন পরিশ্রম ও অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য ধন্যবাদ ভাজন। তাঁহার ভাষা ও রচনা প্রণালী প্রশংসনীয়।

বঙ্গবাসী—৭ই আষাঢ় ১৩১৪ শাল।—সূত্রধরতত্ত্ব অর্থাৎ সূত্রধর জাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার। শ্রীযুক্তবিহারিলালরাম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থে সূত্রধরজাতির উৎপত্তি, সূত্রধর শব্দের

ব্যুৎপত্তি, সামাজিক অধিকার, নিদান ও কেন পাতিত্য ঘটিল, উহা বৈধ কি অবিচারমূলক, গ্রন্থকার তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সরলভাবে হইয়াছে।

স্বামী ধর্ম্মানন্দমহাভারতী—৮ই ভাদ্র ১৩১৪ কলিকাতা।—শ্রীযুক্ত বাবুবিহারীলালরায়মহাশয়বিরচিত ও প্রকাশিত "সূত্রধরতত্ত্ব" নামক পুস্তকখানি আদ্যন্ত মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলাম। এ বিষয়ে বিহারী বাবুর পুস্তক বঙ্গভাষায় সর্ব্ব-প্রথম বলিয়া গণ্য হইবে, কারণ সূত্রধরজাতিসম্বন্ধে অদ্য পর্য্যন্ত অন্য কেহ আলোচনা করেন নাই এবং ঐ জাতিসম্বন্ধে কোন পুস্তক বা পুস্তিকাও বিরচন করেন নাই। চিন্তা ও অনুসন্ধান করিবার সামর্থ্য বিহারী বাবুর যথেষ্ট আছে; বাঙ্গালাভাষার উপরেও তাঁহার অধিকার সীমাবিশিষ্ট নহে। এই পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদ্বারা অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। এই পুস্তক বাস্তবিক ইহার প্রণেতার যোগ্যতার নিদর্শন। পরবর্ত্তী সংস্করণে বিহারী বাবু আরও অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে সূত্রধরজাতিসম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। যাহাহউক, এবম্প্রকার পুস্তক বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের জাতিতত্ত্বসম্পর্কে বিশেষসহায়স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রবাসী—কার্ত্তিক ১৩১৪ —সূত্রধরতত্ত্ব—অর্থাৎ সূত্রধরজাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার, শ্রীবিহারিলালরায়কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য লিখিত নাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বেদ, সংহিতা, ইতিহাস, সেন্সস রিপোর্ট প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে সূত্রধরজাতি বৈশ্য ও উপবীতী। এই মীমাংসা মানিয়া লইতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমরা এই পুস্তকখানি

প্রত্যেক সূত্রধরজাতীয় ব্যক্তিকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া আত্মমর্য্যাদা লাভ করিবেন।

কলিকাতা—আহিরী টোলা,

৪০ নং শঙ্কর হালদার লেন, ১৮ই পৌষ, ১৩১৪ সাল।

আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন,

আপনার পত্র এবং একখণ্ড 'সূত্রধরতত্ত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছি। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এতদিন প্রাপ্তিস্বীকার করিতে পারি নাই। আপনার উদ্দেশ্য সাধু এবং প্রশংসনীয়। সূত্রধরজাতি আদিতে বৈশ্য ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আপনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার যথেষ্ট গবেষণাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আমি গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শান্তিপুর—১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

স্বস্তি শ্রীলালমোহনশর্ম্মণঃ

পরমশুভাশীর্ব্বাদবিজ্ঞাপনম্—কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়, আমি আপনকার প্রণীত সূত্রধরতত্ত্বনামক পুস্তক পাঠক করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।

আপনি শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা সূত্রধরজাতিকে বৈশ্যশ্রেণীতে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উহা আপনকার বিশেষপ্রশংসাজনক ও শাস্ত্রীয় আলোচনা ও বহু গবেষণার ফল বলিয়া সাধারণের নিকট আপনি সম্যক্ প্রকারে সম্মানপাত্র এবং সুকৃতিবর্গের নিকট ধন্যবাদার্হ।

পাশ্চমাঞ্চলের সূত্রধরগণ বাড়ইনামে প্রসিদ্ধ, সে জাতি বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত এবং উপবীতী। বঙ্গদেশের সূত্রধরগণ সে শ্রেণীর লোক

কিনা তাহার প্রমাণ সূত্রধর তত্ত্বেই লেখা আছে। সে শ্রেণীকে ধরিতে গেলে বর্দ্ধকী এইসংজ্ঞক শিল্পীকে বুঝায়। বর্দ্ধকীর অপভ্রংশশব্দে বাঢ়ই পর্দ চলিত হিন্দী ভাষায় হইয়াগিয়াছে, কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তি শূদ্রবৃত্তি হইতে পবিত্র। সুতরাং বৈশ্যত্বের দাবী নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

সভাসমিতি।

গত ইং ১৯০১ আদমসুমারীর পূর্ব্বে এই কলিকাতা মহানগরীতে সূত্রধর জাতির একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। কোন বিশেষকারণবশত উহার কার্য্য কিছুদিন বন্ধ ছিল। গত বৎসর উহার কর্তৃপক্ষীয়েরা শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র (আবকারীর একজন প্রধানতম কর্ম্মচারী) সভাপতি, শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ রাণা (ইঞ্জিনিয়ার) সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ নাগ (অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারী) সম্পাদকপ্রমুখ মহোদয়গণ পুনরায় নবউদ্যমসহকারে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ১২ নং কলেজস্কোয়ার বাটীতে "বঙ্গীয় বৈশ্য (সূত্রধর) সভা" নামকরণ করিয়া ঐ সভার কার্য্য চালাইতেছেন। এবং কয়েকটি বিধবা স্ত্রীলোক ও দরিদ্রবালককে মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি প্রদান করিতেছেন। এই সভাতে স্বজাতীর উন্নতি সাধন ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আন্দোলিত বা আলোচিত হয় না। ইহাদের প্রধান লক্ষ্য—সমাজসংস্কার, দরিদ্র অনাথা বিধবা স্ত্রীলোকদিগের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা, সচ্চরিত্র দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ এবং কোন শিল্পশিক্ষার্থসাহায্য প্রদান। ইহাদের চেষ্টায় এতদনুকরণে এবং উক্ত উদ্দেশ্যসাধনার্থ পূর্ব্ব বঙ্গে যে কয়েকটি সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং আনন্দবাজারপত্রিকায় যথাসময়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, আমি নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদান করিলাম।

জেলা	গ্রাম	প্রতিষ্ঠাতা
রাজসাহী	ঘোড়ামারা	শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ দাস (মোক্তার)
ঐ	ঈশবপুর (শাখা)	,, ,, ঐ
ঢাকা	আটীগ্রাম	,, ,, কালীকুমার দাস (ডাক্তার)
পাবনা	সলঙ্গা	,, ,, নবদ্বীপচন্দ্র দাস
ঐ	বেড়া	,, ,, লালনচন্দ্র দাস (বিপিনবিহারী হাইস্কুলের সহকারী হেড পণ্ডিত)
ঢাকা	তরা (শাখা)	,, ,, কুলচাঁদ দাস ও কালীকুমার দাস।
রংপুর	বেঙ্কা	,, ,, রতিকান্ত সরকার

অন্যান্য স্থানের সূত্রধরমহোদয়গণ স্ব স্ব এলাকাভুক্ত স্থানে ঐরূপ সভা স্থাপন করিয়া স্বজাতির উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হন ইহাই প্রার্থনা। যাঁহারা স্বজাতির উন্নতির জন্য একান্ত ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামি মহোদয়ের

"ভারতে বিবেকানন্দ"

নামক গ্রন্থখানির অনুসরণ করিয়া আপনাদিগের গন্তব্য ও কর্ত্তব্য স্থির করেন। ফলতঃ শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজসংস্কার, বিশেষতঃ কুসংস্কার পরিবর্জন ও সদাচারের সমাশ্রয় ভিন্ন কাহার প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

গ্রন্থকারের আত্ম-পরিচয়।

মূল গ্রন্থখানি প্রকাশিত ও সাধারণে বিতরিত হইবার অনতিবিলম্বে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্বজাতীয় মহোদয়গণ আমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে পত্রাদি লিখেন, তাহাতে তাঁহাদের অযথা

সময় নষ্ট ও অনর্থক ক্লেশভোগ করিতে হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে অন্য কোন মহাত্মাকে আর এরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়, এই অভাব দূর করিবার জন্য নিম্নে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। কিন্তু যে সময়ে আমি লেখনী ধারণ করিলাম, তাহা এই কার্য্যের উপযুক্ত সময় নহে। কারণ যে সকল পরিবারের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই এক্ষণে কালকবলে নিপতিত। কোন পরিবারের একবারে কেহই নাই। কাহার ও বা দুই একটী বিধবা স্ত্রীলোক আছেন। কাহার বা দুই একটি অল্পবয়স্ক সন্তান রহিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদের পরিচয় প্রদানে অসমর্থ। কেবল মাত্র দুই একটি স্থানের মহোদয়গণ তাঁহাদের সবিশেষ পরিচয়দানে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এই সকল বাধাবিপত্তি সত্বেও আমি আমার অদম্য পরিশ্রমদ্বারা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আমার যৌবনকালে যে সকল পরিবারের সংসর্গে আসিয়া যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, এবং আমার পিতৃদেবের মুখে যাহা কিছু শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সন ১২৫৭ শাল, শক ১৭৭২, ১৭ই চৈত্র, সূর্য্যোদয়কালে হুগলি জেলার অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বরের শ্রীমন্দিরের উত্তরে প্রায় দুই মাইল দূরে চৌতাড়াগ্রামে (পরগণা হাবেলি, ডাকঘর তারকেশ্বর) আমার জন্ম হয়। প্রায় ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থে এই কলিকাতায় আনীত হই। আমার পিতৃদেব মহাশয় এখানে চাকরি করিতেন। আমার এই স্থানে আগমনের ২।৩ দিবস পরে এই মহাসাম্রাজ্য ইষ্ট, ইঃ কোঃ হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে অর্পিত হয় (শাল ১২৬৮) অতএব আমার বয়স এক্ষণে ৫৯ বৎসর হইল। তন্মধ্যে কলি-

কাতায় বাস প্রায় ৫১ বৎসর। আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা যে আরও অধিক পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (পরে তাহা আলোচনা করিব।) পল্লীগ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করাতে আমাদের পল্লীগ্রামের বাস একবারে উঠিয়া যায় নাই। এখনও তথায় বাস্তভিটা আছে এবং আমরা মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিয়া থাকি। কিন্তু আমার পল্লিগ্রামে বাস যে ঘটে নাই, তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ আমি আটবৎসরবয়সে এখানে চিকিৎসার্থে আনীত হই। রোগহইতে মুক্ত হইবার পর আমার পিতামহাশয় তাঁহার কোন প্রিয় সুহৃতের (অদ্বৈতচরণ দাসের) পরামর্শানুসারে আমাকে ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। আমিও পাঠ সমাপ্ত করিয়া এইস্থানেই চাকরি করিতেছি। সুতরাং পল্লীগ্রাম বাসের সুবিধা আদৌ ভোগ করিতে পাই নাই। এই হেতু আমাদের তত্রত্য কুটুম্বেরা যাঁহারা এ স্থানে আসিয়া আমাদের গৃহ পবিত্র করিতেন, কিংবা অবকাশমতে আমরা যাইয়া যাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম, তাঁহাদেরই সহিত বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। এবং তাঁহাদেরই বিষয় এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাদের আত্মীয় হইলেও তাঁহাদের বিষয় সম্যক্ অবগত না হওয়াতে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। এই জন্য মনে অতি ক্ষোভ রহিল।

হুগলি জেলার অন্তর্গত হাবেলিপরগণাভুক্ত শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বর দেবের শ্রীমন্দিরের উত্তরে প্রায় দুই মাইল দূরে চৌতাড়া গ্রামে (P. O. তারকেশ্বর) ভক্তপ্রবর হুকুরামরায়নামে এক সূত্রধর বাস করিতেন (ইঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের নাম আমি অবগত নহি)। তাঁহার পুত্র দয়ালরাম রায়ও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ নারায়ণচন্দ্র ও কনিষ্ঠ রামলোচন। উভয়েই পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় সদ্‌গুণান্বিত, ধর্ম্মপরায়ণ ও ভক্তিমান ছিলেন। ইঁহারা স্বাধীনবৃত্তি অর্থাৎ এক স্থানের পণ্যদ্রব্যাদি অপর স্থানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রয়বিক্রয়াদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সর্ব্বদাই ভক্তসঙ্গ, ভক্তিগ্রন্থপাঠ ও ভগবৎসেবাপ্রভৃতি কার্য্যে নিরত থাকিতেন। ইঁহারা নিজ বাটীতে একটি অবৈতনিক পাঠশালাও স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাতে স্বগ্রামস্থ ও নিকটস্থ গ্রামের বালকবৃন্দকে তাঁহারা আপনারাই বিনাবেতনে শিক্ষা প্রদান করিতেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগানের নেতা এবং সতত প্রভুর নামগুণগানে রত থাকিতেন। কিন্তু অধিক দিন আর এরূপভাবে কাটাইতে পারিলেন না। কালের গতি অতি দুর্লঙ্ঘ্য ১২৩০ শালের প্রসিদ্ধ প্রবল বন্যায় ইঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েন ও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়দ্বারা যে জীবিকানির্দ্ধারণের উপায় ছিল, তাহাও একেবারে বন্ধ হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বজাতিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কষ্টে নিপতিত হইয়াও ভগবৎপদারবৃন্দ বিস্মৃত হয়েন নাই, বরঞ্চ তাঁহাতে আরও অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্নচিন্তা অত্যন্ত চমৎকার, তাঁহারা আপনারা ভগবৎপদারবৃন্দধ্যানে এক রকম দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংসারের উপায় কি, পুত্রকলত্রেরও অত্যন্ত কষ্ট। তখন অনন্যোপায় হইয়া পুত্রদিগকে ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। ইহা হইতেই আমাদের কলিকাতায় বাসের সূত্রপাত।

আমার পিতামহ রামলোচন রায়ের চারি পুত্র। ১ম গৌরাইদাস।

২য় বৈষ্ণবচরণ, ৩য় বিশ্বনাথ, ৪র্থ ভোলানাথ অপরাপর পুত্রেরা যৌবনে অবিবাহিতা বস্থায় পরলোক গমন করাতে আর তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম না। আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ-চন্দ্রের কেবলমাত্র চিন্তামণিনামে একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। তিনি অপুত্রক, সুতরাং তাঁহার বংশও লোপ পাইয়াছে।

আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত গোঁসাইদাস ১২৩০ শালের বন্যার অব্য-বহিত পরে কলিকাতায় প্রথম আগমন করিয়া স্বাধীন স্বজাতিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অতএব আমাদের কলি-কাতায় আগমন প্রায় ৮৫ বৎসর হইল। অপর ভ্রাতারা বৈষ্ণবচরণ, বিশ্বনাথ ও ভোলানাথ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র চিন্তামণি প্রভৃতিরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। এবং সকলে স্বজাতিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, কেবলমাত্র আমার পিতা বিশ্বনাথকে ইংরাজি লেখাপড়া শিখাইবার জন্য আমার জ্যেষ্ঠতাত ইংরাজিবিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি পাঠানন্তর প্রথমে Board of Trade তৎপরে Scallon & Co সওদাগর আফিসে চাকরি করিতেন। ইহা হইতেই আমাদের চাকরিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সূত্রপাত।

আমি ইতি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে আমি অতিঅল্পবয়সে উৎকটপীড়াক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনীত হই। এবং রোগহইতে মুক্তিলাভানন্তর ইংরাজিশিক্ষারজন্য ইংরাজিবিদ্যালয়ে প্রেরিত হই। পাঠানন্তর চাকরিতে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে ইহাই আমার উপজীবিকা। Bookkeeper of A Agelasto & Co. সওদাগর

এক্ষণে আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের আদানপ্রদান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমার পিতামহ রামলোচনরাম স্বগ্রাম চৌতাড়ার ২।৩ মাইল উত্তরে শ্রীরামপুরের (Po, দশঘরা) অমুকশীলের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পৌত্র গোপালচন্দ্র শীল। ইনি সতত আমাদের বাটীতে আসিতেন ও আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহচক্ষে দেখিতেন। আমরাও সুবিধামত তাঁহাদের বাটীতে গমনাগমন করিতাম। আমাদের ভাগ্যে তাঁহার পিতা কিংবা পিতামহের দর্শনলাভ হয় নাই। তাঁহার পুত্র অক্ষয়কুমার, তিনি অপুত্রক ও অল্পবয়সে কালকবলে নিপতিত। ইহার বিধবা পত্নী এখনও বর্ত্তমান ও তাঁহার পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা হাউলির সরাগত (কুলীন) ও দলপতি।

আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত গোঁসাইদাসের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ হুগ্‌লিজেলার অন্তর্গত ধরমপুর (পোঃ ভাণ্ডারহাটি) অমুক দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। তঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। তাঁহার পুত্র অঘোরনাথদত্ত। অঘোরদত্তের দুই পুত্র, যতীন্দ্রনাথদত্ত ও অতুলচন্দ্রদত্ত। ইঁহারাও হাউলির সরাগত (কুলীন) ও দলপতি। এখনও ধরমপুরে বাস করিতেছেন।

আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতের এই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কেবলমাত্র একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত হুগলি জেলার অন্তর্গত হরিপালের (P. O. Haripal) বৈদ্যনাথ চন্দ্রের পুত্র বেণীমাধব চন্দ্রের বিবাহ হয়। তাঁহার দুই পুত্র গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ। ইঁহারা এখনও হরিপালে বাস করিতেছেন। ইঁহারা দশলকি সরাগত (কুলীন)।

আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতের দ্বিতীয় বিবাহ হুগলি জেলার অন্তর্গত জনাইর নিকটবর্ত্তী তাজপুরের (P. O. Begumpore) মোহনচন্দ্রের কন্যার সহিত হয়। ইঁহার পুত্র ভোলানাথ চন্দ্র। ইনি অপুত্রক। এখনও ইঁহার বিধবা পত্নী তাজপুরে বাস করিতেছেন। ইঁহারা দশলকি

সরাগত। আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতের এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কেবল মাত্র একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, নাম মহীন্দ্রনাথ, তিনি Millitary Department আপিসে চাকরি করিতেন। তাঁহার দুই বিবাহ প্রথমা স্ত্রী অকালে কালকবলে পতিত হওয়ায় দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মে, পুত্রের নাম সুরেন্দ্রনাথ। তিনি Surveyor General Office চাকরি করিতেন। তিনি অবিবাহিতাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। কন্যা দুইটি বিবাহিতা।

আমার মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত বৈষ্ণবচরণরাম স্বগ্রামনিকটবর্ত্তী দেওড়া গ্রামে (P. O. Tarwkesur) তনুপালের কন্যাকে বিবাহ করেন। তনুপালের দুই পুত্র, ধর্ম্মদাসপাল ও গোঁসাইদাসপাল। ইঁহাদের বংশে এক্ষণে কেবলমাত্র দুইটি বিধবা বর্ত্তমান আছেন, এই জন্য ইঁহারা যে কোথাকার সরাগত তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না।

আমার মধ্যম জ্যেষ্ঠতাতের এই স্ত্রীর গর্ভে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম কুড়ারাম, দ্বিতীয় চূড়ারাম, ও কনিষ্ঠ বংশীধর। প্রথম কুড়ারাম অপুত্রক। দ্বিতীয় চূড়ামণি অবিবাহিতাবস্থাতে পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ বংশীধরের চারিটি পুত্র, নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্র প্রভৃতি এবং তিনটি কন্যা। দ্বিতীয় কন্যাটি কেবলমাত্র একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। অপর দুইটি শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছেন।

আমার ক্ষুল্লতাত ভোলানাথ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মশাগ্রামের (P. O. Mosagram) নীলমণি ভাস্করের কন্যাকে বিবাহ করেন। নীলমণি ভাস্করের পুত্র অভয়, অবিবাহিতাবস্থায় পরলোক গমন

করেন। নীলমণি ভাস্করের কনিষ্ঠভ্রাতা রতন ভাস্কর। তাঁহার দুইটি পুত্র বিপিনবিহারী ও হরিপদ ভাস্কর। বিপিনবিহারী অপুত্রক। হরিপদের কয়েকটি পুত্র ও কন্যা। ইনি এখনও মশাগ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের আদি উপাধি দাস। প্রস্তরের দেবদেবীমূর্ত্তিগঠন করাতে ভাস্কর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পাঁচ পরগণার লহরি সরাগত অর্থাৎ পাঁচ পরগণার শ্রেষ্ঠ সম্মান ইঁহাদের প্রাপ্য।

আমার পিতা ৺বিশ্বনাথরাম। তিনি হুগলি জেলার অন্তর্গত খাঁনপুরের (পোঃ দশঘরা) রামকুমার চন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। রামকুমার চন্দ্র হাউলির সরাগত ও চাঁপাতলস্থ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের দূর আত্মীয়। রামকুমারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার মধ্যে গঙ্গারাম চন্দ্রের পুত্র নিমাইচন্দ্রের পুত্র পূর্ণচন্দ্র এবং অপর ভ্রাতা রাজারাম চন্দ্রের পুত্র মতিচন্দ্রের পুত্র অমূল্যচরণ এক্ষণে চাঁপাতলায় বাস করিতেছেন। আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্র ও আমার একটি জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগ্নী বর্ত্তমান। আমার এই ভগিনীর বিবাহ স্বগ্রামনিকটস্থ গোপীনাথপুরের রামচন্দ্রপালের কনিষ্ঠ পুত্র বিহারীলালের সহিত সম্পন্ন হয়। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—মতিলাল, গৌরচন্দ্র ও বিহারিলাল। গৌরচন্দ্র ও বিহারী অপুত্রক। মতিলালের পুত্রেরা অকালে কালকবলে পতিত, এখন কেবলমাত্র দুইটি বিধবা বর্ত্তমান। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীলমণিপালের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রামতারণপাল ও কনিষ্ঠ ভুবনমোহন। জ্যেষ্ঠ রামতারণ অপুত্রক। কনিষ্ঠ ভুবনমোহনের পুত্র শরচ্চন্দ্রপাল ও তাঁহার ভ্রাতারা এক্ষণে কপালিটোলায় বাস করিতেছেন। ইঁহারা হাউলির সরাগত। আমার মাতামহী দত্তবংশীয়। যে দত্তবংশের সৃষ্টিধরদত্ত সরাগত ও দলপতি। ইঁহার পুত্র নীলকমল দত্ত আমার মাতামহীর জ্ঞাতি খুল্লতাত। এই নীলকমলদত্তের পুত্র

মহিমচন্দ্র এক্ষণে চাঁপাতলায় বাস করিতেছেন। ইঁহারা হাউলির সরাগত।

আমার পিতৃদেবের মাতৃষ্বসা ও মাতুলানীর সংখ্যা অধিক, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের সকলের বিষয় অবগত নহি। কেবলমাত্র একটী মাতৃ-ষ্বসার পুত্র বিদ্বৎতপুরের (Po দশঘরার) গোঁরাচাদ দত্ত। ইঁহারা উপর্য্যুক্ত সৃষ্টিধরদত্তের বংশীয়। ইঁহার পুত্র কৈলাসচন্দ্র চাঁপা-তলাস্থ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের পুত্র গঙ্গারামচন্দ্রের জামাতা বলিয়া আমাদের সম্পর্কীয়। আমার পিতৃদেবের একটি মাতুলানী প্রসন্নচন্দ্রপাল ও গোবর্দ্ধনচন্দ্রপালের মাতৃষ্বসা। ইঁহারা চৌমোর সরাগত ও দলপতি।

উপসংহারে নিবেদন। আমার নাম বিহারীলাল রাম। আমার পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ রাম। আমার পিতামহের নাম ৺ রামলোচন রাম। আমার প্রপিতামহ ৺দয়ালরাম রাম। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺ছকুরাম রাম। আমার পিতামহী শীলবংশীয়। আমার মাতামহী দত্ত বংশীয়, মাতা চন্দ্রবংশীয়। এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী পালবংশে বিবাহিতা। সকলেই হাউলির সরাগত ও দলপতি। ইহা হইতে সুধীগণ আমার পরিচয় অবগত হইবেন।

ছকুরাম রাম
|
দয়ালরাম রাম।
|
নারায়ণচন্দ্র রাম, রামলোচন রাম।
| |
চিন্তামণিরাম |
|
গোঁসাইদাস রাম, বৈষ্ণবচরণ রাম, বিশ্বনাথ রাম ও ভোলানাথ রাম।
| |
কুড়ারামরাম চূড়ামণিরাম বংশীধররাম |
| বিহারীলাল রাম।
নিত্যানন্দরাম, গৌরচন্দ্ররাম প্রভৃতি।

বিরাট্ পুরুষ।

আমরা মূলগ্রন্থে বিরাট্ পুরুষকে "আদি-মানব" বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে অনেকের মনে নানা বিতর্কের আবির্ভাব হইতে পারে যে ভাগবত-প্রভৃতি পুরাণ যখন স্বায়ম্ভুব মনুকেই আদি মানব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং "স্বায়ম্ভুব" কথাটীও যখন উক্ত মনুর স্বয়ম্ভু ভগবানের পুত্রত্ব সমর্থিত করে, তখন বিরাট্ নামে আর এক ব্যক্তি কি প্রকারে আদি মানব হইতে পারেন?

এ প্রশ্ন, এ সংশয় ও জিজ্ঞাসা অস্বাভাবিক নহে। পুরাণপ্রণেতৃগণ যে ভাবে বৈদিক ও স্মার্ত্ত সত্যের বিধ্বংস ঘটাইয়া স্ব স্ব গ্রন্থে অমূলক মতের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে লোকের মনে সহসা আমাদিগের কথায় সংশয় উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বিরাট্ই আদি মানব, বেদ ও মন্বাদি স্মৃতিতে তিনিই আদি মানব বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যকও বিরাটকে আদি মানব বলিয়া অবগত ছিলেন, তবে বেশীর ভাগ বৃহদারণ্যক উঁহাকে "অগ্নি" নামেও অভিহিত করিয়াছেন এবং মনুসংহিতাতে তিনি পিতামহ ব্রহ্মা এবং হিরণ্যগর্ভ বলিয়াও বিবৃত হইয়াছেন। জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদও অন্যান্য বেদের সহিত সমস্বরে বলিতেছেন যে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্ ॥ ৩২
ততো বিরাট্ অজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমি মথোপুরঃ ॥ ৩৬

৪র্থ খণ্ড—৭মী—আরণ্যসংহিতা

অর্থাৎ সেই পুরুষ বা পরমেশ্বরের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষুঃ, ও সহস্র চরণ। তিনি সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া আরও যেন দশ অঙ্গুলিপরিমাণে বাড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার বিরাট হইতে অধিপুরুষ মন্বাদি প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই বিরাট্ পুরুষ উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে অগ্র পশ্চাতে অতিক্রম করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার সন্তানসন্ততিদ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণও বলিয়াছেন—

ত্বত্তো বিরাট্স্বরাট্সম্রাট্ত্বত্তশ্চা প্যধিপূরুষঃ।

হে বিষ্ণো! তোমা হইতেই বিরাট্, স্বরাট্ সম্রাট্ ও অধিপুরুষ মনুর জন্ম হইয়াছে।

অবশ্য সায়ণ ও শ্রীধরস্বামী এই বিরাট্ অর্থ ব্রহ্মাণ্ডদেহ ও ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক হয় নাই। কেন না বিরাট কোন জড়পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডাদি নহেন। বিষ্ণু পুরাণের এই বিরাট্ আদি মানব লোক পিতামহ ব্রহ্মা। স্বরাট্ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা (উত্তর কুরুবাসী)। সম্রাট্ বা অধিপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনু। মনুসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহ মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥৩২
তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ যং তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥৩৩—১অ

প্রভু পরমেশ্বর আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষে পরিণত হইলেন, তাঁহাদের মৈথুনধর্ম্মে বিরাটের উৎপত্তি হইল। সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া যে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আমাকে তোমরা সকল মানবের স্রষ্টা বা বীজী অর্থাৎ অধিপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়া

জান। (তথাহি কুল্লূকঃ—স বিরাট্ তপো বিধায় বং নির্ম্মিতবান্ তং মং মনুং জানীত)। অতএব যে বিরাট্ তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুর জন্মদান করিয়াছিলেন, সেই বিরাট্ কথনও জড়ব্রহ্মাণ্ড হইতে পারেন না। এবং পিতা তাঁহাকে আদি মানব না বলিয়া তাঁহার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে আদি মানব বলা যাইতে পারে না।

এখানে আরও একটী কথা চিন্তনীয়। স্বায়ম্ভুব মনু যে আদি মানব বিরাটের ঔরস পুত্র ছিলেন তাহাও নহে। ধর্ম্ম, দক্ষ ও মনু প্রভৃতি সকলে তাঁহার কোটি কোটি সন্তানের পরবর্ত্তী সন্তান মাত্র। এই ধর্ম্ম দক্ষ ও স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরস পিতা কে, তাহা পরিজ্ঞাত না থাকাতেই ঋষিরা মনুকে স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন।

অর্থাৎ স্বয়ম্ভু ভগবান্ পরমেশ্বর,
তৎপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তদানীন্তন লোকেরা আদি মানব বিরাটকে "স্বয়ম্ভু" (যেন নিজেই জন্মিয়াছেন—মা নাই বাপও নাই) বলিয়া ভাবিতেন বলিয়া তৎপুত্র মনুকে স্বায়ম্ভুব পরিভাষায় বিশেষিত করেন। কিন্তু মনুসংহিতা নিজে বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর পিতা হইয়া যে বিরাটের জন্মদান করিয়াছেন, সে বিরাট স্রষ্টা নহেন সৃষ্ট পুত্র বা আদিমানব এবং মনু আবার সেই বিরাটেরই পুত্র। সুতরাং এহেন পিতা বিরাট্‌কে আদি মানব না বলিয়া পুত্র মনুকে আদি মানব বলা যাইতে পারে না।

সঞ্জীবনী—১৩১৬ শাল ২১ আশ্বিন—বলিতেছেন—"সুবর্ণবণিক্ ও সুবর্ণগণকে আমরা বৈশ্যশোণিতসংস্পৃক্ত দ্বিজাতি বলিয়াই মনে করি ও একপ্রকার অবগতও আছি।"

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন